NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ আগামী মার্চের মধ্যে আরও হাজার বাস নামানোর পরিকল্পনা পরিবহণমন্ত্রীর

কলকাতা হাইকোর্টে স্থায়ী প্রধান বিচারপতির নিয়োগ শুরু ৩

কলকাতা ১০ অগস্ট ২০২৬ ২৪ শ্রাবণ ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ৬১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.08.2026, Vol. 20 Issue No. 61, 8 Pages, Price 3.00

রবিবার অভয়ার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে অভয়ার মা তথা বিধায়িকা রত্না দেবনাথ ও রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং।

প্রয়োজনে মমতাকেও জেরার বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

অভয়া মৃত্যুর ‘শেষ দেখে ছাড়বে’ শুভেন্দুর সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার পানিহাটির লোকসংস্কৃতি ভবনে অভয়ার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কন্যাহারা বাবা-মাকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কথা দিলেন, ‘শেষ দেখে ছাড়বে’ তাঁর সরকার। ধর্ষণ-খুনের মতো ঘটনাকে সামাজিক ব্যাধি বলে তিনি মনে করালেন বারুইপুর-কাণ্ড। পাশাপাশি, আরজি কর-কাণ্ডে আলাদা এবং নতুন একটি মামলা রুজু করতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী। অভয়ার মা-বাবার হার না-মানা লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে পাশে থাকার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, অভয়ার মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী, পানিহাটির বিধায়ক তথা অভয়ার মা রত্না দেবনাথ, প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি চণ্ডীচরণ রায় প্রমুখ।

রবিবার আরজি করের চিকিৎসক-ছাত্রীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির লোকসংস্কৃতি ভবনে। মৃতার মা তথা বিধায়ক রত্নার অভিযোগ, গত ২ বছর আগে কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে কেবল ধর্ষণের ঘটনাই ঘটেনি। বড় ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তাঁর দাবি, তাঁর মেয়ে কোনও গোপন তথ্য জেনে ফেলার কারণে ধর্ষিত এবং খুন হন। তবে তাঁর মেয়েকে ‘নির্যাতিতা’ হিসাবে নয়, একজন চিকিৎসক হিসাবে মনে রাখার আবেদন জানান তিনি। বিধায়ক রত্না বলেন, ‘আমি চাই না, ভবিষ্যতে কোনও মেয়ে নিজের স্বপ্নপূরণ করতে গিয়ে ‘অভয়া’ বা ‘তিলোত্তমা’ হয়ে উঠুক। পৃথিবী যত দিন থাকবে, তত দিন আমার মেয়ে নির্যাতিতা হিসেবে নয়, একজন ডাক্তার হিসেবে বেঁচে থাকবে, এটাই আমার প্রত্যাশা।’

আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ওই ভয়ঙ্কর স্মৃতি চিরকাল স্মরণে থাকবে।’ তদন্ত প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি, ‘আমি যা করার করছি, করব। এর শেষ দেখে ছাড়ব। এই ধরনের কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ম দেখব না। স্বজনপ্রীতি দেখাব না। পক্ষপাতিত্ব করব না। চোখ বন্ধ করে যত কঠিন হওয়া যায়, সেটাই আমরা করব।’ আরজি করের তদন্তপ্রক্রিয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি সাংবিধানিক পদে থেকে এ নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করবেন না। কারণ, এই মামলা বিচারাধীন। তবে তাঁর সরকার, পুলিশের অন্যতম শীর্ষ তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। কর্তব্যে গাফিলতির জন্য তাঁরা প্রত্যেকে সাসপেন্ড হয়েছেন। তার পরেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিশেষ কমিটি গঠন করে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার নতুন একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করবে। তিনি জানান, আরজি কর-কাণ্ডে মৃত চিকিৎসকের দেহ দ্রুত দাহ করার নানা প্রশ্নের জবাব মেলেনি। তিনি বলেন, ‘যে শ্মশানঘাটে চিকিৎসক-ছাত্রীর দেহ দাহ করা হয়েছিল, সেখানে নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দে এবং সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় নামে তিন ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।’ পাশাপাশি দাহকার্যের জন্য পরিবারের তরফে কোনও টাকা মেটানো হয়নি বলে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে সিবিআই এবং আদালতের তদন্তের বাইরেও পৃথক ভাবে নতুন মামলা রুজু করে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলেন তিনি।

অন্য দিকে, অভয়ার মৃত্যুর মর্মান্তিক দিনটি স্মরণ করে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দু’মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। রবিবার স্বাস্থ্য ভবনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায় এবং স্বাস্থ্যসচিবের উপস্থিতিতে সকাল ১১টা থেকে এই কর্মসূচি হয়। একইভাবে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজেও নীরবতা পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনী শান্তনু সেন। এরপর আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনীরা সকলেই নির্যাতিতার প্রতীকী মূর্তিতে মাল্যদান করেন।স্বাস্থ্য ভবনে রবিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আসা প্রয়োজন।

কেন্দ্রের ‘ভব্য’ প্রকল্পে যোগ দিচ্ছে রাজ্য

১৫ অগস্টের পর নয়া শিল্পনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শিল্পায়নে গতি আনতে একাধিক পদক্ষেপের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার। একদিকে কেন্দ্রের ‘ভারত উদ্যোগিক বিকাশ যোজনা’ (ভব্য) প্রকল্পে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে আগামী ১৫ অগস্টের পর নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার প্রস্তুতিও চূড়ান্ত পর্যায়ে। শনিবার নবান্নে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় জানান, শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্ত করতে আগামী মঙ্গলবার বিভিন্ন অংশীদার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে বৈঠক হবে।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীন শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসার বিভাগকে (ডিপিআইআইটি) জানিয়ে দিয়েছে যে, ‘ভব্য’ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমকে (ডব্লিউবিআইডিসিএল) রাজ্যের নোডাল সংস্থা করা হয়েছে। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি রাজ্যস্তরের কমিটিও গঠন করা হয়েছে, যা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত

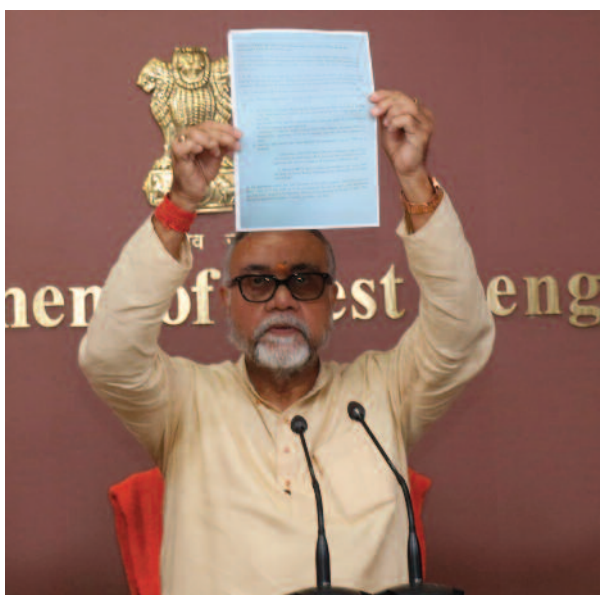

গ্রহণ করবে।

শিল্পমন্ত্রী জানান, প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই দু’টি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। নদিয়ার ধুবুলিয়ায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে থাকা ১১৮.৫০ একর এবং পশ্চিম বর্ধমানের হীরাপুরে ঢাকেশ্বরী কটন মিলসের ১৪৮.৬৯ একর জমিতে শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। চলতি মাসের মধ্যেই এই দু’টি জমি কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের হাতে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানান।

সরকারি সূত্রের দাবি, ডব্লিউবিআইডিসিএল ডিপিআইআইটি, ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রকল্পের পরিকল্পনা, প্রস্তাব জমা, বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। পাশাপাশি প্রকল্পের জন্য গঠিত বিশেষ উদ্দেশ্যভিত্তিক সংস্থায় রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্বও করবে তারা।

শিল্পমন্ত্রী জানান, নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার পরই রাজ্য সরকার ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরির কাজে হাত দেবে। তাঁর অভিযোগ, পূর্ববর্তী সরকার বিভিন্ন সংস্থাকে শিল্পতালুক তৈরির জন্য জমি দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে না-ওঠায় শিল্পতালুক বাস্তবায়িত হয়নি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার পরিকাঠামো-সহ শিল্প উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে।তাপস রায় আরও জানান, টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। অটোমোবাইল শিল্পের পাশাপাশি টাটা গোষ্ঠীর অন্যান্য উৎপাদন ইউনিটও যাতে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করে, সেই বিষয়েও আলোচনা চলছে।

জনরোষে মমতাও

■ পুলিশ হেপাজতে মৃত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুরে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে হালিশহরে আসেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন এবং সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ইঁট, পাথর ও কাদা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে উঠল ‘চোর, চোর’ স্লোগানও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, লকআপে পিটিয়ে মেরে ফেলার পরও বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে পুলিশ লুম্পেনদের জোগাড় করেছে। আর এই লুম্পেনদের দিয়ে পুলিশ প্রোটেকশন নিচ্ছে। তাঁর দাবি, বাংলা আজ লুম্পেনদের হাতে চলে গেছে। অপরদিকে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মমতাকে মারার চক্রান্ত করেছে শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হুঁশিয়ারি, মমতার গায়ে হাত পড়লে গোটা বাংলা জ্বলে উঠবে। যদিও এই ঘটনায় মমতাকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ‘এত চুরি করেছেন, চোর তো শুনতেই হবে।’ বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই ঘটনায় বিজেপির কোনও যোগ নেই, এটা জনরোষ।

‘দেশ বিভাজন দিবস’ পালনের ডাক রবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯৪৭-এর দেশভাগের স্মৃতি নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কর্মসূচি পালনের ডাক দিয়েছেন রাজ্যপাল তথা আচার্য আরএন রবি। আগামী ১৪ অগস্ট সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের অধীন কলেজগুলিতে ‘দেশ বিভাজন দিবস’ পালনের জন্য লোকভবনের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে লোকভবনের বক্তব্য, দেশভাগের সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ওপর। সেই সময় বহু মানুষের মৃত্যু হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে বাংলার সামাজিক জীবন, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতেও।রাজ্যপালের দপ্তরের মতে, ইতিহাসের এই পর্ব সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে অবহিত করা অতি প্রয়োজন। শুধু অতীতের ঘটনা স্মরণ নয়, সমাজে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করে এমন শক্তি সম্পর্কেও সতর্ক থাকার বার্তা রয়েছে রাজ্যপালের বিশেষ নির্দেশিকায়। ১৯৪৭ সালের ১৪ অগস্ট অবিভক্ত বাংলা ও পঞ্জাব ভাগ হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। পরের দিন, ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা লাভ করে ভারত।

দেশভাগের স্মৃতিকে ঘিরে রাজ্য সরকারের কর্মসূচির সঙ্গেও রাজ্যপালের এই উদ্যোগের একটি যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। নবান্নের তরফে ১৩ ও ১৪ অগস্ট বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজনের কথা জানানো হয়েছে। তার মধ্যে মোমবাতি মিছিল এবং প্রদর্শনীর মতো কর্মসূচিও রয়েছে। এর পাশাপাশি স্বাধীনতা দিবসের আগে ‘হর ঘর তেরঙ্গা’ কর্মসূচিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে। সোমবার কলকাতায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তেরঙ্গা পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রায় ১০ হাজার পড়ুয়ার সেখানে অংশ নেওয়ার কথা। সকাল ১০টার মধ্যে আকাশবাণী ভবন চত্বরে জমায়েত এবং দুপুর ১টার পর সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত পদযাত্রা হওয়ার কথা।

‘লোকতন্ত্র সেনানী’র জন্য মাসে ১০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে অংশ নেওয়া এবং কারাবরণ করা ‘লোকতন্ত্র সেনানী’দের সম্মান জানাতে রাজ্য সরকার একাধিক আর্থিক ও সামাজিক সুবিধার ঘোষণা করেছে। নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত ‘লোকতন্ত্র সেনানী সম্মান’ অনুষ্ঠানে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জরুরি অবস্থার সময় কারাবরণকারী প্রত্যেক লোকতন্ত্র সেনানীকে মাসিক ১০ হাজার টাকা সাম্মানিক, ১ হাজার টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে পুষ্পবৃষ্টি করে উপস্থিত প্রায় ৩০০ জন লোকতন্ত্র সেনানীকে সংবর্ধনা জানানো হয়।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, দেশের এই দ্বিতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে যাঁরা অমানসিক অত্যাচার সহ্য করে গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন, তারা সকলের গর্ব।তিনি বলেন, এই সম্মান কেবল ব্যক্তিদের জন্য নয়, নতুন প্রজন্মকে গণতন্ত্রের ইতিহাস জানাতেও এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসন এবং পরবর্তী ১৫ বছরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-সহ বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের অবদান আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন। সেই ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আগামী ৬ জুলাই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা ও পাঠ্যক্রমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সর্দার বল্লভভাই পটেল এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদানও যথাযথভাবে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি জানান, আগামিকাল তেরঙ্গা যাত্রায় এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে অংশ নেবে। নেতাজি মূর্তি থেকে বিড়লা প্ল্যানেটরিয়াম পর্যন্ত আয়োজিত ওই পদযাত্রায় প্রায় ৫০ হাজার মানুষের অংশগ্রহণের আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

জেরা জারি, সুমিত আজও ভবানী ভবনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার ১০ ঘণ্টা, রবিবার ঘণ্টাছয়েকের জিজ্ঞাসাবাদের পরই সিআইডির দপ্তর থেকে ছাড়া পান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। রবিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ভবানীভবন থেকে বেরনোমাত্রই তাঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, ‘আশপাশেই ছিলাম।’

তাঁর আরও দাবি, রবিবার সিআইডির দপ্তর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন সংক্ষেপে। এতদিন কেন গা ঢাকা দিয়েছিলেন? কোথায়ই বা ছিলেন? তাতে সুমিতের সংক্ষিপ্ত জবাব, ‘সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতোই সব করছি। আশপাশেই ছিলাম। এর বেশি কোনও মন্তব্য করব না।’ প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরার সঙ্গে কোটি কোটি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে সুমিত বললেন, ‘সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। এমন কিছু নয়। বেশি কিছু বলব না। আবার ডাকলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবারও আসব।’

১০ লাখের কম বাজেটের পুজোকে অনুদানের ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ছাব্বিশের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এই বছর প্রথম দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে রাজ্যে বিস্তর জল্পনা শুরু হয়েছে। আর সেই আবহের মধ্যেই দুর্গাপুজোর আর্থিক অনুদানের নিয়মে এবার বদল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগের সরকারের মতো রাজ্যের সব পুজো কমিটিকে একসঙ্গে অনুদান দেওয়ার পথে হাঁটতে চাইছে না নতুন সরকার। তার পরিবর্তে প্রয়োজনের ভিত্তিতে পুজো কমিটিগুলিকে বেছে নিয়ে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে খবর, ১০ লক্ষ টাকার নীচে বাজেটের পুজোগুলিকে অনুদানের আওতায় আনার বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।

তবে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। নবান্ন সূত্রের খবর, এ বিষয়ে অর্থ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। চলতি মাসেই পুজো সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হতে পারে।গত বছর পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যের সমস্ত পুলিশ অনুমোদিত দুর্গাপুজো কমিটিকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছিল। করোনা পরিস্থিতিতে পুজো কমিটিগুলির আর্থিক সমস্যা বিবেচনা করে ২০২০ সালে প্রথম ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে সেই অর্থের পরিমাণ বাড়ে। ২০২৫ সালে অনুদানের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

যদিও সরকার পরিবর্তনের পর সেই নীতি বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সরকারের অবস্থান, সব পুজো কমিটিকে একই হারে অনুদান না-দিয়ে যাদের সত্যিই প্রয়োজন, তাদের চিহ্নিত করে সাহায্য করা হবে।এই পরিস্থিতিতে বুধবার নবান্নে ‘ফোরাম ফর দুর্গোৎসবে’র দুই প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বালিগঞ্জ কালচারালের অন্যতম কর্তা অঞ্জন উকিল এবং বেহালা নূতন দলের কর্মকর্তা সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার দুর্গাপুজো সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। সেই বৈঠকে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁও ছিলেন।

টিটাগড় লুমটেক্স জুটমিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টিটাগড় লুমটেক্স জুটমিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। রবিবার ব্যারাকপুর আর্দালি বাজারে নিউ স্টার স্পোর্টস ক্লাবের রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। মন্ত্রী বলেন, লুমটেক্স জুটমিল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ করছে। ব্রিটিশ আমল থেকে মিলের ওই জমিটা লিজে নেওয়া হয়েছে। ওটা সরকারি জমি। তাঁর অভিযোগ, লুমটেক্স জুটমিল কর্তৃপক্ষ ক্রমশ কারখানাটাকে ছোট করে দিচ্ছেন। আর গোডাউন বানিয়ে বানিয়ে ভাড়া দিচ্ছেন। এটা ওনারা এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করছেন। ১২৫ টনের উৎপাদন বদলে এখানে মাত্র ২৫ টন উৎপাদন হচ্ছে। প্রাক্তন বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীকে নিশানা করে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, প্রাক্তন বিধায়ক মিল বন্ধ রেখে এখানে মেলা ও শুটিং করেছেন। সেই ক্ষোভে এখানকার মানুষ তাদেরকে ভোট দিয়েছেন। যদি ফের মিল বন্ধ রেখে গোডাউন ভাড়া দেওয়া হয়। তাহলে এখানকার মানুষ তাদের ক্ষমা করবেন না। শ্রমমন্ত্রীর দাবি, ২৮ দিন আগে বৈঠকে মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পাওনা গন্ডা মিটিয়ে মিল চালুর আশ্বাস দিয়েছিলেন। অথচ মিল চালু হয়নি। এমনকী শুক্রবার শ্রম দপ্তরে ডাকা বৈঠকে মালিক পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, মিল কর্তৃপক্ষের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

'হর ঘর তেরঙ্গা' অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, এদিন জাতীয় পতাকা বিতরণ করেন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ড. সায়ন ভট্টাচার্য, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মিউজিয়ামের বোর্ড সদস্য ড.শতরূপা।

রবিবার শিয়ালদহ থেকে বেকবাগান পর্যন্ত বের হল নেতাজি অনুগামীদের ধিক্কার মিছিল। *ছবি: অদিতি সাহা*

নকশা প্রকল্পে যোগ দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, তিন পুর এলাকায় আকাশপথে জমির সমীক্ষা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরাঞ্চলের জমির নথি আধুনিক করার কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অবশেষে যোগ দিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় ভূমি সম্পদ দপ্তরের অধীন জমির নথি আধুনিকীকরণ কর্মসূচির আওতায় 'নকশা' প্রকল্পে যোগ দেওয়ার ইচ্ছার কথা কেন্দ্রকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই এই প্রকল্পের পরীক্ষামূলক পর্বে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি নগর স্থানীয় সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই সময় প্রকল্পটি নিয়ে আর কোনও অগ্রগতি হয়নি। রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ফের এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ভূমি সম্পদ দপ্তরের নির্দেশে ভারতের সমীক্ষা সংস্থা ইতিমধ্যে তিনটি এলাকায় আকাশপথে ড্রোনের সাহায্যে জমির সমীক্ষা শুরু করার প্রস্তুতি নিয়েছে। যার মধ্যে অশোকনগর, কল্যাণগড়, নিউটাউন, কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং চন্দননগর পুরনিগমে এই কাজ হবে।

ড্রোন ক্যামেরায় তোলা ছবি ও সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে সরেজমিনে গিয়ে পাওয়া তথ্য মিলিয়ে দেখা হবে। পরে ভৌগোলিক তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে জমির নথির সঙ্গে সেই তথ্য যুক্ত করা হবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট জমির অবস্থান, সীমানা এবং তার নথি আরও নির্দিষ্ট ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এই কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট পুর এলাকার কর্মীদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। পাশাপাশি জমির তথ্য সংগ্রহ, যাচাই এবং আধুনিক পদ্ধতিতে নথি সংরক্ষণের বিষয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, আধুনিক প্রশাসনের জন্য আধুনিক এবং নির্ভুল জমির নথি প্রয়োজন। 'নকশা' প্রকল্পের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থাই গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পক্ষ থেকে প্রকল্পটি নিয়ে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ নকশায় যোগ দিচ্ছে, শহরের জমির নথির ক্ষেত্রে এটি বড় সাফল্য। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, আধুনিক প্রশাসনের জন্য আধুনিক জমির নথি প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ অবশেষে এগিয়ে আসছে, কেন্দ্র ও রাজ্যের দৃঢ় সমন্বয়ের ফলেই এই উদ্যোগ সম্ভব হয়েছে।

দেশভাগের বিভীষিকা ও যন্ত্রণাময় ইতিহাস স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ১৩ ও ১৪ অগস্ট প্রথমবার রাজ্যজুড়ে 'পার্টিশন হরর রিমেমব্র্যান্স ডে' বা দেশভাগ বিভীষিকা স্মরণ দিবস পালন করা হবে। এই উপলক্ষে রাজ্যের সব জেলায় মোমবাতি মিছিল, দেশভাগের ইতিহাস নিয়ে প্রদর্শনী এবং তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. সৌমিত্র মোহন জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রকের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার এই কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশভাগের সময় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন বা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং তাঁদের আত্মত্যাগ, দুর্ভোগ ও সংগ্রামের স্মৃতি সংরক্ষণই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১৪ অগস্ট সন্ধ্যায় প্রতিটি জেলা সদর এলাকায় সরকারি আধিকারিক, পড়ুয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে মোমবাতি মিছিল আয়োজন করতে হবে। পাশাপাশি ১৩ ও ১৪ অগস্ট দেশভাগের ইতিহাস, বিপর্যয়, উদ্বাস্তুদের সংগ্রাম এবং ঐতিহাসিক আলোকচিত্র ও নথি নিয়ে প্রদর্শনী করতে হবে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সেই প্রদর্শনী দেখার জন্য উৎসাহিত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দেশভাগের তাৎপর্য তুলে ধরে তথ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করতে বলা হয়েছে। এই কর্মসূচি সফলভাবে আয়োজনের জন্য প্রতিটি জেলার জন্য ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে গ্রহণ করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হামিম-কাণ্ডের পর পিলখানায় তল্লাশি, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: জঙ্গি যোগ ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রর অভিযোগে হামিম মণ্ডলকে গ্রেপ্তারের পর হাওড়ার পিলখানা এলাকায় পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ল। সেই আবহেই ১৭ নম্বর পিলখানা ফার্স্ট বাই লেন থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শেখ ইরফান। বয়স প্রায় ৩০ বছর। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ইরফানকে আটক করা হয়। তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। অস্ত্রটি কেন এবং কী উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে ছিল, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পিলখানা ও আশপাশের এলাকায় আরও কোথাও বেআইনি অস্ত্র মজুত রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছে হাওড়া সিটি পুলিশ। হামিম মণ্ডলকে পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে ওই এলাকায় হামিমের বাড়ি ছাড়াও একটি কারখানার সন্ধান মেলে। এর পরেই পিলখানায় বেআইনি অস্ত্রের মজুত নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই।

'একমাত্র সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই দেশ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করবে'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় জনতা দল ইউনাইটেডের রাজ্য শাখা ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে স্মরণ করে সুজাতা সদনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ এবং পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাহনকাশা পারভিন ছিলেন প্রধান অতিথি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রবোধ চন্দ্র সিনহা ছিলেন বিশেষ অতিথি। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ জনতা দল ইউনাইটেডের সভাপতি অমিতাভ দত্ত। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাহনকাশা পারভিন বলেন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন আমাদের জীবনেরই একটি অংশ, এবং আমাদের তা থেকে শিক্ষা নিয়ে মানসিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। গান্ধির আদর্শ আজও আমাদের মাঝে জীবন্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রাক্তন মন্ত্রী প্রবোধ চন্দ্র সিনহা ভারতের স্বাধীনতায় গান্ধির নীতিগুলি তুলে ধরেন। সভাপতির ভাষণে অমিতাভ দত্ত বলেন, আদর্শের সঙ্গে কোনো আপোস করা উচিত নয়। আমরা রাজনীতিতে যুক্ত হই বা না হই, আমাদের আদর্শ সর্বদা জেপি এবং লোহিয়ারই থাকবে। ক্ষমতা লাভের জন্য আদর্শকে বিসর্জন দিতে পারি না। সমাজতন্ত্র আমাদের। তা আমাদের প্রতিটি শিরায় শিরায় মিশে আছে। আমাদের ভারতের স্বাধীনতার দিনগুলো স্মরণ করতে হবে। জনতা দল ইউনাইটেডের কর্মকর্তা সুভাষ সিং, বিজয় সিং, রাজকুমার পাসওয়ান, সিদ্ধনাথ প্রসাদ, মোহাম্মদ আসরুদ্দিন, তাহরুণ বেগম, প্রভাকর রায়, আদিত্য দত্ত সমাবেশে ভাষণ দেন।

মমতার বিরুদ্ধে 'জনরোষ', কাদা-জুতো ছোড়ার ঘটনায় বিজেপির যোগ নেই: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা রবিবার হালিশহরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ এবং কাদা-পাথর-জুতো ছোড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবারের ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই বলে দাবি করার পাশাপাশি তিনি এই বিক্ষোভকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলেই দাবি করেন।

রবিবার শমীক বলেন, মমতা ব্যানার্জির গাড়ির ওপর কাদা ফেলা, পাথর ফেলা বা চটি ফেলার সঙ্গে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল আমাদের শেখাতে আসবে না যে এগুলো কী হচ্ছে? এটা আসলে তৃণমূল বনাম জনতা এবং তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ক্ষোভের লড়াই।

যদিও এভাবে গাড়িতে হামলা বা পাথর ছোড়ার ঘটনাকে বিজেপি সমর্থন করে না বলেও জানিয়ে দেব দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক বিরোধ থাকতেই পারে, কিন্তু কোনও নেতা বা মহিলা নেত্রীর গাড়িতে হামলা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ঘটনার সত্যতা থাকলে পুলিশ ও প্রশাসন আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

মমতার হালিশহর সফর ঘিরে তৈরি পরিস্থিতিতে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতে শমীক পাল্টা ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ সামনে আনেন। তাঁর দাবি, ওই বছরের ২ মে ফল প্রকাশের পর ২৭ দিনের মধ্যে ৫৬ জন বিজেপি কর্মী খুন হয়েছিলেন। তাঁর আরও অভিযোগ, ২০০-র বেশি মহিলা বিজেপি কর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। সেই সময়ের হামলা, বাড়িঘর ভাঙচুর এবং অত্যাচারের স্মৃতি এখনও মানুষের মনে রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

হালিশহরের ঘটনাকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বিজেপির যুক্ত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। রবিবারে মমতার সফরকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী, দুই শিবিরের বক্তব্যে একটি বিষয় স্পষ্ট, হালিশহরের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক দায় চাপানোর লড়াই এখন রাজ্য রাজনীতির নতুন বিতর্কে পরিণত হল।

এদিকে এ ঘটনার নিন্দা করে এ বার দলের কর্মীদেরই সতর্ক করলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও এ ধরনের আচরণ কখনই মেনে নেওয়া যায় না। বিজেপির নাম ব্যবহার করে কেউ এমন ঘটনায় যুক্ত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি। রবিবার বীজপুর থানা এলাকায় তাঁর গাড়ি ঘিরে 'চোর' স্লোগান দেওয়া হয়। কনভয়ের দিকে কাদা, জুতো এবং ইট ছোড়া হয়। গাড়ির কাচেও কাদা লেগে যায়।

নিন্দায় পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল

রবিবারের এই ঘটনার কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাদা ছোড়া হয়েছে, চটি ছোড়া হয়েছে, চোর চোর স্লোগান দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, মমতা ব্যানার্জি অনেক দোষ করেছেন, ১৫ বছর ধরে অত্যাচার হয়েছে, মহিলাদের সম্মান করেননি, চুরি হয়েছে, আমি সব মানছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনি তাঁকে কাদা ছুড়বেন, চোর চোর বলবেন, জুতোর মালা পরাবেন! হোয়াট ইজ দিস?

এর পরেই বিজেপির কর্মী পরিচয়ে কেউ এই ধরনের ঘটনার দায় এড়াতে পারবেন না বলে বার্তা দেন মন্ত্রী। অগ্নিমিত্রার কথায়, এটা বাংলার সংস্কৃতি নয়, এটা আমাদের সরকারের সংস্কৃতিও নয়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য সভাপতির এর প্রতি কোনও সমর্থন নেই। যদি কেউ বিজেপির নাম করে ভেবে থাকেন যে আমরা এতে বাহবা দেব, তবে আপনি ভুল করছেন। আপনার বিরুদ্ধে কঠোর অ্যাকশন নেওয়া হবে। যদিও হালিশহরের ঘটনা কি শুধুই শুধু মমতাকে ঘিরে বিক্ষোভের বিষয়! না কি রাজনৈতিক বিরোধিতার সীমা এবং জনবিক্ষোভের নামে আইন হাতে তুলে নেওয়া নিয়ে শাসক ও বিরোধী, দুই শিবিরের কাছেই নতুন করে প্রশ্ন তৈরি করল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

13-5-26 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তেহট্ট কোর্টে এফিডেভিট Injarul Behara S/o- Tajel Behara ও Injarul Sekh S/o- Tajel Sekh উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 04/08/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 3739 নং এফিডেভিট বলে আমি Prem Paramanik (old name), S/o. Habul Chandra Paramanik, R/o. 106, Shibpur Main Road, Tribeni, Mogra, Hooghly-712503, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Prem Paramanik নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Prem Nath Paramanik (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Prem Nath Paramanik & Prem Paramanik S/o. Habul Chandra Paramanik, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Kaberi Paramanik.

Change of Name

I, **S LOKENATH RAO** S/o S Chalapati Rao, residing at Ho. No.-139/8, Malancha Main Road Near Naba Graha Mandir, P.O.- Nimpura, P.S.- KGP (T), Dist. - Paschim Medinipur, W.B., PIN-721304 shall henceforth be known as **SARVISITTI LOKENATH RAO** as declared before the Notary Public, at Kharagpur vide affidavit No. N/13 dated 06/08/2026. **S LOKENATH RAO** and **SARVISITTI LOKENATH RAO** both are same and identical person.

জমি ক্রয়/বিক্রয়

নিউ টাউন কলকাতায় HIDCO allotted প্লট কিনতে চাই। কল করুন ৯৪৩৩২ ৪৭৬৫২।

Change of Name

I, **LAXMI NARAYAN KHAJANCHI** S/o Late Gangasai Agarwala, residing at Puratan Bazar, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (T), Dist. - Paschim Medinipur, PIN-721301 shall henceforth be known as **LAXMI NARAYAN AGARWALA** as declared before the Notary Public, Kharagpur vide affidavit No. R.S-0925 dated 21/07/2026. **LAXMI NARAYAN KHAJANCHI** and **LAXMI NARAYAN AGARWALA** both are same and identical person.

Change of Name

I, **ARUNIMA BHAUMIK** W/o Atanu Samanta & D/o RABINDRA NATH BHAUMIK, residing at Vill. + P.O.- Debra Bazar, P.S.- Debra, District - Paschim Medinipur, PIN-721126 shall henceforth be known as **ARUNIMA BHAUMIK SAMANTA** W/o **ATANU SAMANTA** & D/o **RABINDRA NATH BHAUMIK** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Kharagpur vide affidavit No. -10144 dated 31/07/2026. **ARUNIMA BHAUMIK** and **ARUNIMA BHAUMIK SAMANTA** both are same and identical person.

Change of Name

I, **RAJ SONKAR** S/O **PRADEEP SONKAR**, permanent resident of Golebazar, Sabji Market, Ward No. - 21, P.O- Kharagpur, P.S.-Kharagpur (Town), Dist.-Paschim Medinipur, Pin- 721301 & presently residing at Debalpur, near Durga Mandir, Ward No. 05, P.O- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (Town), Dist.-Paschim Medinipur, Pin- 721301 shall henceforth be known as **RAJ SONKAR** S/O **PRADIP SONKAR** as declared In the court of Ld. Judicial Magistrate 1st class, Kharagpur vide affidavit no. -101 92 dated 01/08/2026. **RAJ SONKAR** S/o **PRADEEP SONKAR** and **RAJ SONKAR** S/o **PRADIP SONKAR** both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **MAKSHUD ANSARI** S/O Late Hafiz Ansari residing at New Chord Road, Chaigada, P.O.- Shyamnagar, P.S.- Jagaddal, Dist.- North 24 Parganas, PIN - 743127, W.B. do hereby declare vide affidavit in the Court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 05.08.2026 that my actual and correct name along with my father's name is MAKSHUD ANSARI S/O Late Hafiz Ansari which is recorded in my EPIC, Aadhaar, PAN Card and also in my other relevant documents but my name has been recorded as MAKSHUD ALAM S/O HAFIZ MIA in the Voter List of AC No.- 36, Part No. 118, Serial No. 477, Ekma Bidhan Sabha, State-Bihar. MAKSHUD ANSARI S/O Late HAFIZ ANSARI and MAKSHUD ALAM S/O HAFIZ MIA i.e. myself am the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)আজিজা বেগম, ২)নাসিরউদ্দিন সরকার, ৩)নার্গিস সরকার**, ১নং স্বামী ও ২/৩ নং এর পিতা মরহুম গোলাম নবী সরকার, সকলের সাকিম মটুকপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৩/০৪/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00059/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(৪)আলমগীর সরকার** পিতা মরহুম গোলাম নবী সরকার, সাকিম মটুকপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০১/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00537/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **কনিকা দত্ত**, স্বামী সুরেন্দ্র নাথ দত্ত, সাকিম মেলকী, গুড়াপ, হুগলী-৭১২১৫২, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা নমাজগ্রাম, জে.এল. নং ১০৪, হাল এল.আর. ২৫০৫ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৬৬ নং দাগে পুকুর ও পুকুর পাড় বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৩৭৯ শতক তন্মধ্যে ৩ কাঠা বা ৪.৯৬ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **কনিকা দত্ত**, স্বামী সুরেন্দ্র নাথ দত্ত, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **আলমগীর সরকার, আমমোক্তার**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ই আগষ্ট। ২৪শে শ্রাবন। সোমবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে বেলা ১১/৫৮ আগে দোষ নেই, পরে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(জলেশ্বর শিবমন্দিরের শ্রাবনী সোমবার তিন দিন ধরে পুজা ও মেলা)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১০ অগস্ট ২০২৬, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩৩, সোমবার

কলকাতা হাইকোর্টে স্থায়ী প্রধান বিচারপতির নিয়োগ শুরু

আর ভি ঘুগের নামে কলেজিয়ামের সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হল। বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠ্ঠলরাও ঘুগেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করেছে বলেই সূত্রের খবর। ফলে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করলেই তাঁর নিয়োগের পরবর্তী ধাপ সম্পন্ন হবে।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম গত বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসে এই সিদ্ধান্ত নেয় বলেই জানা যাচ্ছে। বিচারপতি নিয়োগ এবং বদলির ক্ষেত্রে কলেজিয়ামের সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই

বৈঠকেই ঘুগের নাম কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

গত ২০ জুন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব থেকে অবসর নেন বিচারপতি সুজয় পাল। তার পর থেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে আদালতের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। ঘুগের নিয়োগ কার্যকর হলে সেই অন্তর্বর্তী পর্বের অবসান হবে।

উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের এমপি ল' কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে ১৯৯০ সালে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন ঘুগে। বম্বে হাইকোর্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোর্টে দীর্ঘদিন আইনচর্চার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ২০১৩ সালে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হন তিনি।

গত জুনে বম্বে হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রশেখর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার পর ঘুগে ওই হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পান। তবে থেকে তিনি ওই পদেই তার কার্যকাল চালিয়ে যাচ্ছেন।

পুজোর আগেই রাজ্যে ৫০০ সরকারি বাস

আগামী মার্চের মধ্যে আরও হাজার বাস নামানোর পরিকল্পনা পরিবহণমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি বছর দুর্গাপুজোর আগেই কলকাতা-সহ রাজ্যের রাস্তায় নামতে চলেছে ৫০০টি নতুন সরকারি বাস। এছাড়াও কলকাতাতেও নতুন বাস চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে রবিবার ফের জানালেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি বাসের সংখ্যা কমে যাওয়ায় নিত্যযাত্রীদের যে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে, নতুন বাস নামলে তার কিছুটা সুরাহা হবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার।

রবিবার কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং অডিটোরিয়ামে পুলিশের পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পরিবহণমন্ত্রী সরকারি বাসের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, রাস্তায় সরকারি বাস কম রয়েছে। যেসব বাস রয়েছে সেই বাসগুলিও খারাপ। কিছু আবার বাস ডিপোতে শোচনীয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিগত ৪৯ বছরের সরকারগুলির কুকীর্তির ফল আমাদের ভুগতে হচ্ছে।

যদিও রবিবার রাজ্যে বাস পরিষেবা বাড়ানোর সময়সীমাও জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, পুজোর

ছবি: অদিতি সাহা

আগেই ৫০০ বাস রাস্তায় নামানো হবে। ফলে সাধারণ যাত্রীদের অনেকটাই সুবিধা হবে। আগামী মার্চের মধ্যে আরও ১,০০০টি নতুন সরকারি বাস রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থায় বাসের ঘাটতি রয়েছে বলেও স্বীকার করেন তিনি।

গত ২১ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উপস্থিতিতে ২৪টি রুটে ৫০টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের উদ্বোধন হয়েছিল। এবার তার পর আরও ৫০০টি বাস নামানোর পরিকল্পনার কথা জানালেন পরিবহণমন্ত্রী।

পাশাপাশি রবিবার পথ নিরাপত্তা নিয়েও যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেন মন্ত্রী অর্জুন সিং। পথ দুর্ঘটনা কমাতে একাধিক সরকারি উদ্যোগ এবং বিপুল অর্থ খরচ করা হলেও দুর্ঘটনা পুরোপুরি কমছে না বলে জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, দুর্ঘটনা কমাতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। একই সঙ্গে সন্তানদের বিষয়ে অভিভাবকদের আরও নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তাই দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙলে চালক এবং সংশ্লিষ্ট গাড়ির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেন পরিবহণমন্ত্রী। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙার প্রমাণ মিললে চালকের লাইসেন্স বাতিল এবং গাড়ির বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ নিয়েও এদিন সরব হন তিনি।

শুধু সাধারণ বাস পরিষেবা নয়, শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় নতুন কিছু সংযোজনের কথাও জানিয়েছেন মন্ত্রী। কলকাতায় শীতকালে লন্ডনের ধাঁচে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে 'ওপেন বাস' চালুর চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি কলকাতায় ডবলডেকার বাস ফেরানোর বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে। ডবলডেকার বাস নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রীর বক্তব্য, সেই বিষয়েও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

'নির্মল ঘোষ গ্রেপ্তার হবে, অপেক্ষা করুন', আরজি কর-কাণ্ডে বিস্ফোরক দাবি মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার ৯ অগস্ট, আরজি কর-কাণ্ডের দু'বছর পূর্ণ হল। আর সেই আবহে ফের তীব্র হল এই ঘটনায় তদন্ত, গ্রেপ্তারি ও শাস্তির দাবি। রবিবার কলকাতা পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন বিধায়ক তথা চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে দাবি করলেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর বক্তব্য, 'গ্রেপ্তার হবে নির্মল ঘোষ। পাশাপাশি তৎকালীন চেয়ারম্যানও গ্রেপ্তার হবে অপেক্ষা করুন।'

২০২৪ সালের ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও একাধিক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি বলে অভিযোগ নিহত চিকিৎসকের পরিবারের। যদিও পরিবারের তরফে মূল অভিযুক্তদের পাশাপাশি আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই রবিবার নির্মল ঘোষের গ্রেপ্তারির বিষয়টিকে উত্থাপন করলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং।

অভয়ার ঘটনার দু'বছর পর এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অর্জুন সিং সরাসরি নির্মল ঘোষের গ্রেপ্তারির সম্ভাবনার কথা জানান। রবিবার তাঁর মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চর্চা শুরু হল বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। সম্প্রতি আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তে নতুন করে তৎপর হওয়ার কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার। শনিবার ও রবিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, এই ঘটনার রাতে নিহত চিকিৎসকের সঙ্গে যাঁরা ডিনারে ছিলেন, হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলেন, পরে হাসপাতালে এসেছিলেন কিংবা সিসিটিভি ফুটেজে যাঁদের দেখা গিয়েছিল, তাঁদের সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে। পাশাপাশি এই তদন্তের আওতায় থাকবেন আরজি করের তৎকালীন অধ্যাপক ও চিকিৎসকেরাও। হাসপাতালের প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত দুর্বলতা, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি এবং ঘটনার পরে কোনও তথ্য আড়াল করার চেষ্টা হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের বক্তব্য, বিচারবিভাগীয় তদন্তের পাশাপাশি এই পৃথক তদন্তও চলবে। নতুন করে তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার নেপথ্যে থাকা সমস্ত তথ্য সকলের সামনে আনা হবে।

হালিশহরে পুলিশ হেপাজতে মৃত দলীয় কর্মীর বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তোলাবাজি, মারধর-সহ একাধিক অভিযোগে শুক্রবার হালিশহর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল কাঁচরাপাড়ার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভুতবাগান পানবস্তি এলাকার বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী বিরজু কেওটকে। শনিবার ভোর রাতে হালিশহর থানার লকআপে তাঁকে অসুস্থ হয়ে অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। তৎক্ষণাৎ তাঁকে কল্যাণী জহরলাল নেহরু হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। রবিবার দুপুরে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে হালিশহরে আসেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন এবং সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় ইট, পাথর ও কাদা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে উঠল 'চোর চোর' স্লোগানও। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, লকআপে পিটিয়ে মেরে ফেলার পরও বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে পুলিশ লুম্পেনদের জোগাড় করেছে। আর এই লুম্পেনদের দিয়ে পুলিশ প্রোটেকশন নিচ্ছে। তাঁর দাবি, বাংলা আজ লুম্পেনদের হাতে চলে গেছে। তাঁর অভিযোগ, বিধায়ক নিজে এসে ওর স্ত্রীকে বলে গিয়েছে, ঘর থেকে বেরোবেন না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওঁর দাদার সঙ্গে তাঁরা কথা বলেছেন। এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, পুলিশের ওপর তাঁর কোনও রাগ নেই। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে উপদ্রব করছেন। বাংলায় বর্বরতা চলছে। পুলিশ বিজেপির কার্ড হোল্ডারে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মমতাকে মারার চক্রান্ত করেছে শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হুঁশিয়ারি, মমতার গায়ে হাত পড়লে গোটা বাংলা জ্বলে উঠবে। মমতাকে কটাক্ষ করে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, এটা মমতা ব্যানার্জির পুরানো রাজনীতি। শকুন যেমন লাশ খোঁজে, তেমনি উনি লাশ খুঁজতে বেরিয়েছেন। তবে আজকের দিনে উনি রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক। সুদীপ্তের কথায়, পাড়ার ছেলে কিংবা বিধায়ক হিসেবে তিনি ওই পরিবারের পাশে আছেন। এমনকী ওই পরিবারও জানে, আমরা পাশে থাকার লোক। পরিবারের লোকজন বলেছেন, তাঁরা স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য চান। মমতাকে নিশানা করে সুদীপ্ত বলেন, মৃত্যু নিয়েই মমতার রাজনীতির উত্থান। তাই ফের সিঁড়ি হিসেবে উনি মৃত্যু খুঁজতে বেরিয়েছেন।

কলকাতা বিমানবন্দরে উদ্ধার ৫৫০টি বিরল প্রজাতির মাছ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক কার্গোতে অভিযান চালিয়ে ৫৫০টি বিরল চান্না বরকা বা তিলা শোল উদ্ধার করল ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো। রবিবার এই বিষয়ে জানা গেছে, সামুদ্রিক মাছের কথা বলে কন্টেনারে করে ওই মাছগুলি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে পাচারের চেষ্টা হচ্ছিল। উদ্ধার মাছের বাজার মূল্য কোটি টাকার বেশি বলে সূত্রের খবর। অভিযোগ, হিন্দোল হালদারের সংস্থার মাধ্যমে মাছগুলি বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা হয়। মাছগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এই চক্রে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। শনিবার কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক কার্গো বিভাগ থেকে চারটি থার্মোকলের বক্স নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

যাদবপুর স্টেশন চত্বরে ৩,০৪৫ বর্গমিটারের 'মিনি মার্ট', জায়গা পাবেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাত্রী স্বাছন্দ এবং স্থানীয় ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে যাদবপুর রেল স্টেশন চত্বরে তৈরি হতে চলেছে 'মিনি মার্ট'। পূর্ব রেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী, স্টেশন সংলগ্ন রেলের জমিতে প্রায় ৩,০৪৫ বর্গমিটার জায়গা জুড়ে এই বাজার গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি যাদবপুর স্টেশনটিকে ধীরে ধীরে আরও আধুনিক ও যাত্রীবান্ধব করে তোলার বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশ এই উদ্যোগ বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে।

পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত মিনি মার্টে এক ছাদের নীচে মিলবে খুচরো কেনাকাটা, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং বিভিন্ন দৈনন্দিন পরিষেবার স্টল। এছাড়াও শুধু যাত্রীরা নয়, স্থানীয় বাসিন্দারাও এর সুবিধা পাবেন। একই সঙ্গে স্টেশন চত্বরের সৌন্দর্য ও ব্যবস্থাপনাও আরও উন্নত করা হবে। ১০ বছরের চুক্তিতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে রেলের নন-ফেয়ার রেভিনিউ বা এনএফআর বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

মিনি মার্টে জায়গা বণ্টনের ক্ষেত্রেও ছোট ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদহ বিভাগের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা বলেন, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল স্থানীয় হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আইনি ও সংগঠিত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া। স্টেশনে চত্বরে জায়গা বণ্টনের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে। এই ক্ষেত্রে ছোট দোকানদার ও উদ্যোক্তাদের জন্য মোট জায়গার ৫৯ শতাংশ অংশ সংরক্ষিত থাকবে। প্রতিটি স্টল বা কিয়স্কের সর্বোচ্চ আয়তন হবে আশি বর্গফুট।

পূর্ব রেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী, মিনি মার্টের ২৫ শতাংশ জায়গা বড় ব্র্যান্ড বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের জন্য বরাদ্দ করা হবে। ২০ শতাংশের বেশি জায়গা রাখা হবে হাঁটার পথ, সেখানে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল এবং স্টেশন চত্বরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও পাবলিক সার্ভিস ও পার্কিংয়ের জন্যও জায়গা রাখা হবে।

স্টেশনের এই চত্বর শুধু বাজার তৈরির মধ্যেই পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ থাকছে না। যাদবপুর স্টেশনের সামগ্রিক পরিকাঠামোও ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন বুকিং অফিস তৈরির পাশাপাশি লিফট-সহ আধুনিক ফুটওভার ব্রিজ তৈরি হবে। স্টেশনের দুই প্রান্তের সার্কুলেটিং এলাকাতেও সংস্কারের কাজ হবে।

তুলির টানে সেজে উঠছেন বাপ্পা। কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

তৃণমূলের সঙ্গে 'সখ্য' থেকে তোলাবাজির অভিযোগ, জেলায় জেলায় নেতৃত্ব বদলের পথে রাজ্য বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের নির্বাচনে দল ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যেই দলের একাংশের বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগকে ঘিরে সাংগঠনিক ব্যবস্থা আরও কঠোর করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে বিভিন্ন জেলায় দলের এক শ্রেণির নেতা-কর্মীদের তোলাবাজি, দলবিরোধী কাজ এবং আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে ইতিমধ্যেই ওই সকল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। এবার বিধানসভা নির্বাচনের ফল ও সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এক ডজনের বেশি সাংগঠনিক জেলায় নেতৃত্বে বড় পরিবর্তনের প্রস্তুতি চলছে বলে বিজেপি সূত্রের খবর।

সম্প্রতি দলের কোর কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে দলের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনায় আনা হয়েছে, একইভাবে সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে কয়েকটি জেলায় বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি এখনও প্রত্যাশিত জায়গায় পৌঁছয়নি। তার মধ্যেই কোথাও শৃঙ্খলাভঙ্গ, কোথাও দলবিরোধী কাজ এবং কোথাও

আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ সামনে এসেছে। সেই জেলাগুলিকে চিহ্নিত করে সেই জেলার নেতৃত্বে পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

বিধানসভা ভোটের ফল বিশ্লেষণ করেও বিজেপি নেতৃত্ব কিছু এলাকার বিষয়ে সতর্ক হয়েছে। যেসব কেন্দ্রে তৃণমূল জিতেছে, কিন্তু স্থানীয় স্তরে তাদের আগের মতো প্রভাব নেই, সেখানে দলের কিছু নেতার সঙ্গে তৃণমূলের একাংশের যোগাযোগ তৈরি হয়েছে বলে বিজেপির অভ্যন্তরীণ আলোচনায় উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে দলের অভ্যন্তরেই অভিযোগ, এই যোগাযোগের সূত্র ধরে কোথাও কোথাও আর্থিক লেনদেনও হয়েছে।

এমনকী তৃণমূলের ভিতরে থাকা ক্ষমতা থেকে দূরে থাকা কিছু নেতার সঙ্গেও বিজেপির স্থানীয় নেতাদের বোঝাপড়ার অভিযোগ রয়েছে। যদিও দলের একাংশের মতে, এ ধরনের সম্পর্ক সাংগঠনিক সমস্যা তৈরি করার পাশাপাশি বিজেপির ভাবমূর্তিতেও প্রভাব ফেলছে। তাই সংশ্লিষ্ট এলাকা ও জেলাগুলির উপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। অন্য দিকে, তোলাবাজির অভিযোগ নিয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আগেই দুর্নীতির ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স'-এর বার্তা দিয়েছেন। দলীয় সূত্রের খবর, তোলাবাজির অভিযোগে ইতিমধ্যে ২২ জন নেতাকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি প্রায় ২৫০ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিসও দিয়েছে।

তবে দলের অন্দরে অভিযোগের বহর বাড়ার পাশাপাশি সংগঠনকে নতুন করে সাজানোর এই উদ্যোগকে তাই শুধু নিয়মিত সাংগঠনিক রদবদল হিসাবে দেখছে না বিজেপির একাংশ। ভোটে জয় পাওয়ার পরে স্থানীয় স্তরে দলের আচরণ, পুরনো রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং আর্থিক লেনদেন, এই তিনটি বিষয়েই নেতৃত্ব এবার কড়া নজরদারি করতে চাইছে। আর এই বড় রদবদল আগামী দিনে জেলাস্তরে সেই বার্তারই প্রতিফলন হিসাবে দেখতে পাওয়া যাবে।

মেট্রোর কামরায় হইচই, মহিলা যাত্রীর অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রাক্তন ক্রিকেট কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কর্মব্যস্ত সন্ধ্যায় মেট্রোর কামরায় আচমকাই তৈরি হল উত্তেজনা। এক মহিলা যাত্রীর চিৎকারে ছুটে এলেন সহযাত্রীরা। অভিযোগ উঠল, ভিড়ের সুযোগ নিয়ে ওই মহিলার সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ করেছেন এক প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেট কোচ। মেট্রো সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আরপিএফ ও কলকাতা পুলিশের হস্তক্ষেপে আটক করা হয় অভিযুক্তকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম জয়ন্ত ঘোষ দস্তিদার। একসময় বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলের কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় মেট্রোয় যাতায়াতের সময় পাশের এক মহিলা যাত্রী তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তিকর আচরণের অভিযোগ তোলেন।

অভিযোগ, প্রথমে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে ওঠায় ওই মহিলা প্রতিবাদ করেন। তাঁর চিৎকারে কামরার অন্যান্য যাত্রীদের নজরে আসে বিষয়টি। কয়েকজন যাত্রী অভিযুক্তকে ঘিরে ফেলেন। মেট্রোর কামরার মধ্যেই শুরু হয় তীব্র বাকবিতণ্ডা।

ট্রেন সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছনোর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

আসে। প্ল্যাটফর্মে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা ঘটনাটি জানতে পেরে অভিযুক্তকে হেপাজতে নেন। পরে কলকাতা পুলিশের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা যাত্রী।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ জয়ন্ত ঘোষ দস্তিদারকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন তাঁকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হলে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক। আদালতের নির্দেশে তাঁকে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়। ঘটনাটি সামনে আসার পর ফের প্রশ্ন উঠেছে, শহরের গণপরিবহণে ভিড়ের মধ্যে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত। মেট্রোর মতো ব্যস্ত পরিবহণ ব্যবস্থায় কোনও যাত্রী অভিযোগ জানালে দ্রুত নিরাপত্তাকর্মীদের হস্তক্ষেপ এবং অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ঘটনাটি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজরে এসেছে। তবে পুলিশের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগের সত্যতা নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাচ্ছে না। আপাতত আদালতের নির্দেশেই জেল হেপাজতে রয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেট কোচ। তদন্তের পরই পরিষ্কার হবে মেট্রোর কামরায় ঠিক কী ঘটেছিল।

সম্পাদকীয়

আন্দোলন থেকে সংঘর্ষ, ক্রমশ বদলে যাচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা?

এক হাতে প্ল্যাকার্ড, অন্য হাতে স্লোগান। দাবি আদায়ের জন্য রাস্তায় নামা। গণতন্ত্রে এটাই তো প্রতিবাদের চেনা ছবি। কিন্তু সেই প্রতিবাদের জায়গাতেই যদি ঢুকে পড়ে আসে ধাক্কাধাক্কি, ইট-পাথর, পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ? কলকাতায় সাম্প্রতিক নিট আন্দোলন ঘিরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি তাই নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। বদলে যাচ্ছে কি আন্দোলনের ভাষা? নিট-এ প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ, ফল প্রকাশ এবং স্বচ্ছতা নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তোষ। সেই ক্ষোভ থেকেই কলকাতার রাজপথে বিক্ষোভ। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ পরিস্থিতিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, সাংবাদিকদের আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ এবং একাধিক গ্রেফতারি ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। পরের দিনও সেই ঘটনার রেশ ছিল কলকাতার রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনায়। প্রশ্ন উঠেছে, কেন বারবার শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সংঘর্ষের দিকে গড়াচ্ছে? এর উত্তর সহজ নয়। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, দাবি দীর্ঘদিন উপেক্ষিত হলে ক্ষোভ বাড়ে। প্রশাসনের বক্তব্য, আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হলে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতেই হয়। দুই পক্ষের বক্তব্যের মাঝখানেই আটকে যায় সাধারণ মানুষ এবং অনেক সময় সংবাদমাধ্যমের কর্মীরাও। তবে এই ঘটনার আরও একটি দিক রয়েছে। সমাজ মাধ্যমের দাপটের যুগে একটি আন্দোলন এখন শুধু রাস্তায় সীমাবদ্ধ থাকে না। মুহূর্তের মধ্যে তার ছবি, ভিডিও, স্লোগান ছড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার মানুষের কাছে। ফলে ছোট একটি সংঘর্ষও দ্রুত বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কে পরিণত হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়েই আজকের প্রশ্ন, প্রতিবাদের তীব্রতা থাকবে, কিন্তু সেই তীব্রতা কি হিংসায় পৌঁছতেই হবে? গণতন্ত্রে আন্দোলনের অধিকার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদের সময় অন্যের অধিকার ও নিরাপত্তার প্রতি দায়বদ্ধতা। নিট-কাণ্ড তাই শুধু একটি ছাত্র আন্দোলনের খবর নয়। এটি ভবিষ্যতের প্রতিবাদের ধরন নিয়েও একটি বড় প্রশ্ন রেখে গেল। স্লোগান কি আরও জোরালো হবে, নাকি সংঘর্ষই হয়ে উঠবে প্রতিবাদের নতুন ভাষা?

শব্দছক ২৩৯

রবি দাস

১	■	২		৩		■	৪
৫	৬		■		■	৭	
৮		■	৯		১০		
	■	১১		■	১২		■
■	১৩		■	১৪		■	১৫
১৬			১৭		■	১৮	
১৯		■		■	২০		
	■	২১				■	

পাশাপাশি: ২. শিব ৫. প্রকার ৭. নৃত্য ৮. ধ্বনি ৯. অনুপস্থিত ১১. অদ্য ১২. কালো রঙের ছোট কষাটে মিষ্টি ফল ১৩. দেবযানীর দোসর ১৪. সপ্তাহের দিনগুলিকে ওরফে যা বলে ১৬. যে নদীর তীরে বদ্রীনাথ ধাম অবস্থিত ১৮. মশক ১৯. তেতো ঔষধি বৃক্ষ ২০. মুখমণ্ডল ২১. যিনি বর প্রদান করেন

ওপর-নিচ: ১. বিদ্যার দেবী ২. আকাশ ৩. সিংহের ঘাড়ের লোম ৪. পক্ষী ৬. মুসলমান শাসনকর্তা ৯. হস্তী ১০. সহস্র ১১. আচমকা ১৩. পেন এর বাংলা প্রতিশব্দ ১৪. ক্রীতদাস ১৫. রাবণ ১৬. বাতাস ১৭. হৃষ্টপুষ্ট ১৮. হৃদয় ২০. — গাছে তোতাপাখি

সমাধান ২৩৮ — পাশাপাশি: ১. সাগর ৩. রচয়িতা ৪. গরম ৫. রসগোল্লা ৭. মামা ১০. পলি ১২. হুতাশন ১৪. মহিলা ১৫. হরিয়ানা ১৬. পয়ার

ওপর-নিচ: ১. সারদামা ২. রগড় ৩. রমরমা ৬. গোলাপ ৮. মান্যতা ৯. আনমনা ১১. লিচুচোর ১৩. বিলাপ

আজকের দিন

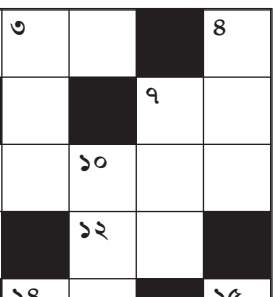

■ **১৭৯২** — ফরাসি বিপ্লবের সময় টুইলেরি প্রাসাদে হামলা চালানো হয়, যার ফলে রাজা ষোড়শ লুইয়ের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে।
■ **১৯৭৭** — নিউইয়র্ক পুলিশ 'সন অফ স্যাম' নামে পরিচিত ধারাবাহিক খুনি ডেভিড বার্কোভিটজকে গ্রেপ্তার করে।

জন্মদিন

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কেসি পন্থের জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হেমন্ত সোরেনের জন্মদিন।*
১৯৯১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বনি সেনগুপ্তর জন্মদিন।*

কেসি পন্থ

২০১৩ সালের সেই বিস্ফোরক দাবি

সাইবেরিয়ার ৪৬ নম্বর সেলে কি বন্দি ছিলেন নেতাজি?

(২০১৩ সালে মস্কো রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন প্রধান (রথীন মহারাজ/জ্যোতিরানন্দ নামে পরিচিত) প্রকাশ্যে দাবি করেছিলেন যে তিনি গবেষকদের কাছ থেকে এমন তথ্য পেয়েছেন, যাতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে সাইবেরিয়ার ইয়াকুতস্ক কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছিল বলে ইঙ্গিত মেলে। তবে এই দাবির পক্ষে নিশ্চিত বা যাচাইকৃত প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। ভারত সরকারের অবমুক্ত নথিতেও বলা হয়েছে যে ইয়াকুতস্কের ৪৬ নম্বর সেলে নেতাজিকে বন্দি রাখা হয়েছিল।)

বেবি চক্রবর্তী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রহস্যগুলোর একটি হলো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকু (বর্তমান তাইপেই)-এ বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর সরকারি ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকলেও, স্বাধীনতার পর থেকেই বিকল্প নানা তত্ত্ব সামনে এসেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো;নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি; বরং সোভিয়েত রাশিয়ায় পৌঁছেছিলেন এবং পরে সাইবেরিয়ার ইয়াকুতস্ক কারাগারে বন্দি ছিলেন।

২০১৩ সালে এই বিতর্ক নতুন করে আলোচনায় আসে। কারণ মস্কো রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন প্রধান রথীন মহারাজ, যিনি জ্যোতিরানন্দ নামেও পরিচিত ছিলেন, দাবি করেন যে রাশিয়ার গবেষকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতার ভিত্তিতে তাঁর বিশ্বাস, নেতাজি সোভিয়েত কারাগারে বন্দি ছিলেন। তাঁর এই বক্তব্য দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

কী বলেছিলেন জ্যোতিরানন্দ মহারাজ?

২০১৩ সালে তিনি জানান, রাশিয়ার কয়েকজন গবেষকের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ যোগাযোগ ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেছিলেন যে সোভিয়েত আর্কাইভে এমন কিছু নথি ছিল, যেগুলো থেকে বোঝা যায় নেতাজি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছেছিলেন।

মহারাজের আরও দাবি ছিল, পরে যখন বিচারপতি মুখার্জি কমিশন রাশিয়ায় তদন্ত করতে যায়, তখন ওই গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলোর কিছু আর আর্কাইভে পাওয়া যায়নি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, নথিগুলো রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর দেশজুড়ে নতুন বিতর্কের জন্ম হয়।

৪৬ নম্বর সেলের গল্প কোথা থেকে এল?

সাইবেরিয়ার ইয়াকুতস্ক কারাগারের '৪৬ নম্বর সেল'-এর কাহিনি অবশ্য ২০১৩ সালে প্রথম শোনা যায়নি। ষাটের দশকে ড. সত্যনারায়ণ সিনহা দাবি করেছিলেন যে তিনি সোভিয়েত সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন নেতাজি ইয়াকুতস্ক কারাগারের একটি নির্দিষ্ট সেলে বন্দি ছিলেন।

এই দাবি পরবর্তীকালে বিভিন্ন তদন্ত কমিশনের সামনে উত্থাপিত হলেও, সরকারিভাবে এর সমর্থনে কোনও প্রত্যক্ষ নথি বা প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারত সরকারের অবমুক্ত নথিতেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইয়াকুতস্কের সেল সংক্রান্ত দাবির পক্ষে কোনও "tangible evidence" বা বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কেন সোভিয়েত তত্ত্ব এত জনপ্রিয়?

এই তত্ত্বের সমর্থকদের যুক্তি কয়েকটি বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে।
■ প্রথমত, নেতাজি শেষ দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ

স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।
■ দ্বিতীয়ত, ১৯৪৫ সালের পর তাঁর নিশ্চিত অবস্থান সম্পর্কে কোনও সর্বসম্মত প্রমাণ নেই।
■ তৃতীয়ত, সোভিয়েত যুগের বহু গোপন নথি দীর্ঘদিন জনসমক্ষে আসেনি। ফলে রহস্য আরও গভীর হয়েছে।
এই কারণেই বহু গবেষক মনে করেন, সোভিয়েত আর্কাইভে এখনও অপ্রকাশিত তথ্য থাকতে পারে।

বিরোধীদের বক্তব্য

অন্যদিকে ইতিহাসবিদদের একটি বড় অংশ এই দাবিকে অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে করেন। তাঁদের মতে;

জ্যোতিরানন্দ মহারাজ নিজে নেতাজিকে দেখেননি। তিনি অন্য গবেষকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছিলেন।কোনও সরকারি নথি প্রকাশ্যে আসেনি। কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নেই। কোনও ফরেনসিক প্রমাণও নেই।অতএব এই দাবি ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়।

সরকারি তদন্ত কী বলেছে?

নেতাজিকে নিয়ে তিনটি বড় তদন্ত হয়েছিল।শাহনওয়াজ কমিটি বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সিদ্ধান্তে পৌঁছায়।

খোসলা কমিশনও মূলত একই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। পরে বিচারপতি এম. কে. মুখার্জি কমিশন বিমান দুর্ঘটনার সরকারি বর্ণনা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তবে কমিশনও সোভিয়েত কারাগারে নেতাজির বন্দিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পায়নি।

রাশিয়ার আর্কাইভের রহস্য

জ্যোতিরানন্দ মহারাজের বক্তব্যের সবচেয়ে আলোচিত অংশ ছিল আর্কাইভ থেকে নথি হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ।

তিনি বলেন, যেসব গবেষক আগে নথি দেখেছিলেন, তাঁদের মতে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল। কিন্তু পরে সেই নথি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এই অভিযোগের স্বাধীন প্রমাণ অবশ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে এটি ইতিহাসের এক বিতর্কিত দাবিই রয়ে গেছে।

কেন রহস্য আজও শেষ হয়নি?

নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে রহস্য টিকে থাকার প্রধান কারণ;
■ বিভিন্ন দেশের নথি দীর্ঘদিন গোপন ছিল।
■ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব।
■ পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্য।
■ রাজনৈতিক বিতর্ক।
জনগণের আবেগ। ফলে নতুন কোনও দাবি সামনে এলেই তা দ্রুত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

জ্যোতিরানন্দ মহারাজের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি রাশিয়ায় দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন এবং গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যকে একাই চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে ধরা যায় না। একইভাবে সরকারি সিদ্ধান্তও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। নতুন প্রমাণ এলে ইতিহাসের মূল্যায়ন বদলাতে পারে।

২০১৩ সালের সেই বক্তব্য নেতাজি-রহস্যে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আজও এমন কোনও প্রত্যক্ষ নথি, সাক্ষ্য বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রকাশিত হয়নি যা নিশ্চিতভাবে বলে যে নেতাজি সাইবেরিয়ার ইয়াকুতস্ক কারাগারের ৪৬ নম্বর সেলে বন্দি ছিলেন।

তাই বিষয়টি ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়; বরং একটি আলোচিত ও বিতর্কিত তত্ত্ব। ভবিষ্যতে যদি রাশিয়ার আরও নথি উন্মুক্ত হয়, তবে হয়তো এই রহস্যের নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে। ততদিন পর্যন্ত জ্যোতিরানন্দ মহারাজের বক্তব্য ইতিহাসচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হলেও, তা চূড়ান্ত সত্য হিসেবে গ্রহণ করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

নতুন সূর্যোদয়ে উদ্ভাসিত তসলিমা

প্রদীপ মারিক

কলকাতা আবার সেই ১৯ বছর পর----
'তুমি সেই একই আছো কলকাতা / সেই প্রাণ সেই ঘ্রাণ সেই তিলোত্তমা / শুধু আমার পাশে সে দিন ছিলনা এত প্রশাসনিক মানুষজন / আজ আছে হয়তো আমার ভালোর জন্যই / তাই বুঝি আমি ইচ্ছা করলেও কলকাতা তোমার সঙ্গে প্রাণের কথা বলতে পারলাম না / নন্দনে গিয়ে ফুচকা কিংবা এগরোল খেতে খেতে / গাছের গুঁড়িতে হেলান দিতে পারলাম না / তবু যেন আবার আমি সেই তারুণ্যের দলে চলে এলাম / আবার আমাকে লিখতে হবে কলকাতা তোমার জন্য / আমাকে আবার পাগলের মত এমন আপন করে নেওয়ার জন্য--' হ্যা আমার মত এক অনামী কবির কবিতা যেন মনের কথায় তাসলিমা। কলকাতা আজ সত্যি তোমার পথ চেয়ে ছিল তাসলিমা দীর্ঘ্য ১৯ বছর ধরে।

তসলিমা নারী আন্দোলনের নতুন সূর্যদয়, এই বঙ্গে তিনি ফিরলেন এবার মৌলবাদীরা জব্দ। তসলিমা নাসরিন একদিকে একজন লেখক, চিকিৎসক, অন্যদিকে নারীবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী প্রতিবাদের স্বর। একের পর এক লেখা, কলাম এবং গ্রন্থে তিনি মহিলাদের নিপীড়ন এবং ইসলাম ধর্মের সমালোচনা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। তার প্রতিবাদী কলম ই আসল জাত চিনিয়াছে মৌলবাদীদের। মৌলবাদীদের নিশানা করে 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাস লেখার জন্য বাংলাদেশে ফতোয়া জারি হয়। তাঁর নিজের দেশ থেকে তসলিমাকে বিতাড়িত করা হয়। সেই সময়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু তৎকালীন বাম সরকার তাতে সম্মতি দেয়নি। ২০২৪ সালে ভারতে থাকার রেসিডেন্স পারমিট শেষ হয়ে গিয়েছেল তসলিমার। এর পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পারমিটের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানান তসলিমা। সেটি অমিত শাহের মন্ত্রক মঞ্জুর করে। সেই তাসলিমা নাসরিন কে পশ্চিমবঙ্গে ফেরাতে চেয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, 'পরিস্থিতির জেরে বাধ্য হয়ে তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি কলকাতায় যখন আসেন সেই সময় তৎকালীন এক কংগ্রেস নেতা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে শমীক বলেন, 'তসলিমার কাছে কলকাতা প্রাণের শহর। তিনি কলকাতায় ফিরে আসতে চান। বাংলায় কথা বলতে চান। বাংলায় কবিতা লিখতে চান। বাংলায় ছদ্ম প্রগতিশীলতার আড়ালে চূড়ান্ত তোষণ, মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণের দিন শেষ হোক। তসলিমার প্রত্যাবর্তন হোক।' মৌলবাদীদের তোষণমুক্ত বঙ্গের জন্য তসলিমার প্রাণস্পর্শী তাৎপর্যপূর্ণ কলম ঝলসে উঠুক এটাই চেয়েছিল সমগ্র বঙ্গ বাসী। শমীক ভট্টাচার্যের উত্থাপিত প্রসঙ্গ কেবল মাত্র বাংলা সাহিত্যের জন্য নয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে তাসলিমার কলম বিশ্ব নারীদের জীবনের জয়গান। তাসলিমা বলেছিলেন, ' রাজ্যসভার সাংসদ কমিউনিস্ট পার্টির গুরুদাস দাশগুপ্ত ২০০৭ সালে আমাকে নিয়ে প্রথম কথা বলেছিলেন ভারতের সংসদে। আমি তখন সবে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত। বাংলার টানে, প্রাণের টানে যে শহরে বসবাস শুরু করেছিলাম, সেই শহর থেকে কখনও যে বিতাড়িত হবে হবে, কল্পনাও করিনি। শ্রদ্ধেয় গুরুদাস দাশগুপ্ত প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি দাবি জানিয়েছিলেন আমাকে যেন পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে দেওয়া হয়। তারপর দীর্ঘ বছর কোনও রাজনীতিক আমার কলকাতায় ফেরা নিয়ে কোনও কথা বলেননি। মাঝখানে আকাশ আট টিভি চ্যানেল থেকে সম্প্রচার হতে যাচ্ছিল দুঃসহবাস নামে আমার লেখা যে মেগাসিরিয়ালটি, সেটির সম্প্রচার তৃণমূল সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রায় ১৮ বছর পর রাজ্যসভার সাংসদ ভারতীয় জনতা পার্টির শমীক ভট্টাচার্য আমাকে কলকাতায় ফেরানোর দাবি জানালেন সংসদে।' বিজেপি রাজ্য সভাপতির সেই দাবির মান্যতা দিল শুভেন্দুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তাসলিমা বলেছিলেন, 'মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর অপরাধে নিজের জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত আমি, বাংলায় লেখালেখি চালিয়ে যেতে হলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পরিবেশে বাস করা আমার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ, তা শমীক বাবু উপলব্ধি করেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ' ইসলামিক মৌলবাদীদের নিশানা করে 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাস লেখার জন্য ইসলামের ফতোয়া জারি হয় বাংলাদেশের সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে। স্বদেশ থেকে তাঁকে বিতাড়িত হতে হয়। সেসময়ে সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থান কলকাতায় তিনি এসেছিলেন আশ্রয়ের খোঁজে। কিন্তু তৎকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকার তাঁকে সেই আশ্রয় দেয়নি। এখান থেকেও বিতাড়িত হতে হয় তসলিমাকে। সেই বিষয়টি তুলে ধরে বামপন্থী-প্রগতিশীলদের আক্রমণ করে রাজ্যসভায় শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট বললেন, 'প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশে ইসলাম মৌলবাদের কাছে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করেছিল তৎকালীন বাম সরকার। আজ তো আমার বামপন্থী বন্ধুদের কাউকে দেখছি না।' রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ সেই দাবি মেনেই তসলিমা নাসরিনকে উপযুক্ত নিরাপত্তা দিয়ে কলকাতায় ফেরানো হল।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে তাঁর রেসিডেন্স পারমিট শেষ হওয়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে তা বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। আবেদন মঞ্জুর করে অমিত শাহর মন্ত্রক। তবে কলকাতায় আর আসেননি তসলিমা। এখন তাঁকেই উপযুক্ত নিরাপত্তা সহকারে কলকাতায় ফেরানোর দাবিতে বিজেপি ই সমগ্র বঙ্গ বাসীদের কথা তুলে ধরলেন। মুসলিম মৌলবাদের কড়া সমালোচক তসলিমা নাসরিনকেই এই বঙ্গে চাই। তসলিমা নাসরিন ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে আগস্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের ময়মনসিংহ শহরে একজন বাঙালি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তার মা ঈদুল ওয়ারা ছিলেন গৃহিণী এবং পিতা রজব আলী পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ময়মনসিংহ রেসিডেন্সিয়াল স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পাস করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আনন্দ মোহন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পাস করেন। এরপর তিনি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এমবিবিএস পাস করেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সরকারী গ্রামীণ হাসপাতালে এবং ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিটফোর্ড হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিভাগে ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অ্যানেসথেসিওলজি বিভাগে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তেরো বছর বয়স থেকে তসলিমা কবিতা লেখা শুরু করেন। কলেজে পড়ার সময় ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেঁজুতি নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তসলিমার কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তার পঞ্চম উপন্যাস লজ্জা প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে বাংলাদেশের মুসলিমদের দ্বারা একটি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের ওপর অত্যাচারের বর্ণনা করা হয়। এই উপন্যাসটি প্রকাশের পর অমর একুশে গ্রন্থমেলায় একদল ইসলামপন্থী তসলিমার ওপর শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে ও তার এই উপন্যাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবি জানায়। গ্রন্থমেলা কর্তৃপক্ষ তাকে মেলায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। এই বছর অক্টোবর মাসে কাউন্সিল অব ইসলামিক সোলজার্স নামক এক ইসলামপন্থী সংগঠন তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি ইসলামি ধর্মীয় আইন শরিয়া অবলুপ্তির মাধ্যমে কুরআন সংশোধনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এর ফলে ইসলামপন্থীরা তার ফাঁসির দাবি জানাতে শুরু করে। তিন লাখ ইসলামপন্থীদের একটি জমায়েতে তাকে ইসলামের অবমাননাকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালালরূপে অভিহিত করে। দেশ জুড়ে তার শাস্তির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। হাবিবুর রহমান সিলেটে একটি সমাবেশে তার মাথার দাম ৫০ লাখ টাকা ঘোষণা করে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে জনগণের ধর্মীয় ভাবনাকে আঘাত করার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয় এবং জামিন-অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সেসময় আলোকচিত্রী শহিদুল আলম সহ বিভিন্ন জনের আশ্রয়ে তিনি দু-মাস লুকিয়ে থাকার পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে তার জামিন মঞ্জুর করা হয় এবং তসলিমা বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর সংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, তসলিমা অকুতোভয় , আজ এই বঙ্গে তার প্রয়োজন। তিনি বিশ্বের মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রতিবাদের স্বর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাসলিমাকে বাংলায় ফিরিয়ে এনে গণতান্ত্রিক এক লেখিকার কণ্ঠস্বর কে শুধু ফিরিয়ে আনলেন না, বিশ্ব নারীদের অধিকারের স্বাধীনতার অগ্নিস্বরকে ফিরিয়ে আনলো।

কোট-আনকোট

৯ আগস্টের এই তাৎপর্যপূর্ণ দিনে, আমি সেই সকল সাহসী স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের অতুলনীয় বীরত্ব ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগই আজকের এই স্বাধীন ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে, যা আমরা পরম শ্রদ্ধায় লালন করি।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাস্তা দখল করে ইমারতি ব্যবসা! খানাকুলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাস্তা দখল করে ইমারতি ব্যবসা, দুর্ঘটনার শঙ্কা আরামবাগ মহকুমার খানাকুলে। রাস্তা কি সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য, নাকি বেআইনি গুদামঘর? এই প্রশ্নই এখন ঘুর পাক খাচ্ছে খানাকুলের গড়েরঘাট-মায়পুর রোডের বাসিন্দাদের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তার দু'পাশ কার্যত দখল করে রাখা হয়েছে ইমারতি সামগ্রী দিয়ে। বালি, ইট, পাথর, স্টোনচিপ-সহ বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী, যা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষিত থাকার কথা, তা দিনের পর দিন সরকারি রাস্তার উপর স্তূপ করে রাখা হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য তৈরি রাস্তা ধীরে ধীরে বেআইনি গুদামঘরে পরিণত হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গড়েরঘাট-মায়পুর রোড অত্যন্ত ব্যস্ত একটি যোগাযোগপথ। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে রোগী বহনকারী অ্যাম্বুল্যান্স সকলেরই ভরসা এই রাস্তা। কিন্তু রাস্তার দু'পাশে ইমারতি সামগ্রীর স্তূপ পড়ে থাকায় রাস্তার কার্যকর প্রস্থ অনেকটাই কমে যাচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে দুটি গাড়ি এলে একে অপরকে পাশ কাটাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সামান্য অসাবধানতা বা দ্রুতগতির কারণে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এব্যাপারে খানাকুলের বাসিন্দা প্রধান শিক্ষক অমিত আড্য বলেন, 'এভাবে রাস্তাজুড়ে ইমারতি দ্রব্য রাখা একেবারেই ঠিক নয়। এর জেরে দুর্ঘটনার আশঙ্কা সবসময় থাকে। প্রশাসনের উচিত কড়া পদক্ষেপ নেওয়া।' অপরদিকে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'রাস্তার পাশে ইমারতি দ্রব্য রাখা নিয়ে তৃণমূল সরকারের আমলে আমি সোচ্চার হয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমল দেয়নি। বর্তমানে এসপিকে বলেছি পুলিশকে আরও সক্রিয় হতে হবে। আমরা এবারে কড়া ব্যবস্থা নেব মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে।'

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি.অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৬ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৬ উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৪	৩০.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,০৫৬.৪৮	১,২১০.২৩	১,৬৬৬.৫৮	৬,৮৩০.৩২
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	১,০৩৫.৭১	(৯১৫.৪৯)	৭৮০.০১	(২৭৬.২৩)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১,০৩৪.৪৭	(৯১৬.৪২)	৭৮০.০১	(২৮২.১৮)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৯৮৯.৯১	(৯৮১.২৩)	৭৮৪.৯১	(৬৬৭.০৫)
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,১২৬.৫১	২৩,০৭১.৫৬	১,২৯২.৩৭	২৩,৭৮৬.০৭
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকার প্রতি ভেস ভ্যালু)	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯
৭	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ)				৪৪,৬৪২.৮৩
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতি)				
	- মৌলিক	৩১.৯৮	(৩১.৬৯)	২৫.৩৫	(২১.৫৫)
	- মিশ্রিত	৩১.৯৮	(৩১.৬৯)	২৫.৩৫	(২১.৫৫)

দ্রষ্টব্য :-

১. এই বিবরণীটি ০৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ০৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা এর সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. এই স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ এর সাথে সংশোধিত হয়েছে।

৩. কোম্পানি চা, শক্তি এবং বিনিয়োগ - এই তিনটি সেগমেন্টে তার ব্যবসাকে সংগঠিত করেছে, যা "সেগমেন্ট রিপোর্টিং"-এর ওপর ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড এএস-১০৮-অপারেটিং সেগমেন্ট)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৪. ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের সম্পূর্ণ বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছরের আপডেট পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যমূলক বকেয়া সংখ্যা।

৫. ভারত সরকার কোড অন ওয়েজেস, ২০১৯; দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড, ২০২০; দ্য কোড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি, ২০২০ এবং দ্য অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস কোড, ২০২০ ("লেবার কোডসমূহ") ২১/১১/২০২৫ থেকে কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, যা ২৯টি বিদ্যমান শ্রম আইনকে একত্রিত করে। শ্রম কোডসমূহ, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ছুটির সুবিধা সংক্রান্ত পাওনার স্পষ্ট সংজ্ঞা এবং বর্ধিত সুবিধাসহ মজুরির একটি অভিন্ন সংজ্ঞা প্রবর্তন করে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক এই নিয়মকানুন পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত আর্থিক প্রভাব মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য সেন্ট্রাল রুলস এবং এফএকিউ প্রকাশ করেছে। ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা দিকনির্দেশনা অনুযায়ী, কোম্পানি ৩০/০৬/২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলে ব্যতিক্রমী আইটেমের অধীনে আর্থিক প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রকাশ করেছে। কোম্পানি নতুন শ্রম কোডের সংবিধিবদ্ধ প্রভাব হিসেবে অতিরিক্ত কর্মচারী সুবিধা বাধ্যবাধকতার জন্য ১.২৪ লাখ টাকা স্বীকৃতি দিয়েছে, যা মূলত শ্রম কোডের অধীনে মজুরির সংশোধিত সংজ্ঞার কারণে বিগত সার্ভিস খরচ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। কোম্পানি শ্রম কোড বাস্তবায়নের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং আরও শ্রেণীবিন্যাস ও নিয়মাবলী প্রকাশিত হলে আনুমানিক হিসাব পর্যালোচনা করবে।

৬. অন্যান্য আয়ের মধ্যে তামিলনাড়ুর অরালভাইমোড়িতে অবস্থিত উইন্ডমিল জমি এবং কোলহাপুরের সম্পত্তি বিক্রয়ের লাভ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মোট পরিমাণ ৩১শে মার্চ ২০২৬ সমাপ্ত বছরের জন্য ১৯৪.৪৩ লাখ টাকা এবং ৩১শে মার্চ ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৫৬.৫১ লাখ টাকা।

৭. কোম্পানির প্ল্যাসিড লিমিটেড-এর ৯৩,৫৯০টি ইক্যুইটি শেয়ার ছিল, যা তাদের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ১৭.৪৩% প্রতিনিধিত্ব করে। মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি), কলকাতা বেঞ্চের ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখের আদেশ অনুযায়ী অনুমোদিত স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুসারে, স্কিমের অধীনে হস্তান্তরণকারী কোম্পানিগুলির একটি হওয়ায় প্ল্যাসিড লিমিটেড, ১লা এপ্রিল ২০২৪ অ্যাপয়েন্টেড তারিখ থেকে মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড (এমএসইউএমএল)-এর সাথে একত্রিত হয়েছে।

স্কিমের অধীনে অনুমোদিত শেয়ার বিনিময় অনুপাত অনুসারে, কোম্পানি প্ল্যাসিড লিমিটেড-এ তার শেয়ারহোল্ডিংয়ের পরিবর্তে এমএসইউএমএল-এর ইক্যুইটি শেয়ার পাওয়ার অধিকারী। আজকের তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির ডিমেট অ্যাকাউন্টে এই ধরনের শেয়ার জমা হওয়া অমীমাংসিত রয়েছে। এই শেয়ারগুলির ফলস্বরূপ স্বত্ব আজকের তারিখের আর্থিক বিবরণীতে "বিনিয়োগ"-এর অধীনে স্বীকৃত হয়েছে।

ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড এএস)-এর প্রয়োজনীয়তা বজায় রেখে, কোম্পানি ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত আইবিবিআই-নিবন্ধিত মূল্যায়নকারীর কাছ থেকে এমএসইউএমএল -এর একটি ফেয়ার ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট পেয়েছে। এই ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট এবং অনুমোদিত শেয়ার বিনিময় অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে, এমএসইউএমএল-এ বিনিয়োগ অনুযায়ী ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত হিসাব বিবরণীতে স্বীকৃত হয়েছে।

৮. মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড (এমএসইউএমএল)-এ কোম্পানির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মোট শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের প্রায় ৫১.৬৬%, এবং ফলে এমএসইউএমএল কোম্পানির হোল্ডিং কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে।

৯. ৩১/০৩/২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের ফেয়ার ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট সংক্রান্ত ২,১৫৫.৬৯ লাখ টাকা অন্যান্য খরচের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১০. বর্তমান মেয়াদের শ্রেণীবিন্যাসের সাথে নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী মেয়াদের পরিসংখ্যানগুলি প্রয়োজনীয় সীমা পর্যন্ত পুনর্গঠন / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

১১. উপরোক্ত তথ্যগুলি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরমেটের নির্যাস। ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** -এ পাওয়া যাবে। নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের আদেশে
দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-এর জন্য
স্বা/-
লক্ষ্মী নিবাস বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান : হায়দরাবাদ
তারিখ : ০৮.০৮.২০২৬

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে অভয়া স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ঘটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনার দুই বছর অতিক্রান্তে প্রয়াত মহিলা চিকিৎসককে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করল বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল। রবিবার হাসপাতাল চত্বরে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরবতা পালনের মাধ্যমে অকালপ্রয়াত সহকর্মীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ২০২৪ সালের ৯ আগস্টের সেই ঘটনার বিচারের দাবি ও কর্মস্থলে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন আজও তাঁদের কাছে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এদিন বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার স্পেশ্যালিটি ভবনের পঞ্চম তলার কনফারেন্স রুমে এক বিশেষ শোকসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সিং স্টাফ, জিডিইও-সহ সমস্ত স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীরা। অডিটোরিয়ামে নাইট ডিউটিকালীন সময়ে ঘটে যাওয়া সেই নৃশংসতার কথা স্মরণ করে সকলে দুই মিনিটের নীরবতা পালন করেন এবং প্রয়াত চিকিৎসকের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

দঃ দিনাজপুরের উন্নয়নে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত

প্রশাসনিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টি. এবং জেলা পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তার সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক সারলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন তিনি।

সুকান্ত মজুমদার জানান, কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতা ও বেসরকারি কর্মসংস্থান সংস্থাগুলিকে সঙ্গে নিয়ে খুব শীঘ্রই জেলায় একটি 'জব ফেয়ার' বা কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করা হবে। জেলার বেকার যুবক-যুবতীদের কাজের সুযোগ করে দেওয়াই এই মেলার মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিক, জেলায় মাদকের কারবার রুখতে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসার পাশাপাশি বেআইনি কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। সম্প্রতি জেলা পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, মাদক কারবারে যুক্তদের বাড়ি বা গোপন নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বেআইনি নির্মাণ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। জেলার একাধিক মেগা প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বালুরঘাট বিমানবন্দর চালুর বিষয়ে খুব শীঘ্রই এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। পাশাপাশি, দক্ষিণ দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে এবং ২০২৭ সাল নাগাদ প্রথম ব্যাচের পঠনপাঠন শুরু করা সম্ভব হবে।' অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী জমির সীমানা বিমানবন্দর সংলগ্ন হওয়ায় বহুতল নির্মাণে কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই কারণে আপাতত কৃষি বিভাগের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবনটি মেরামত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কাজকর্ম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তপন-সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় 'জল জীবন মিশন'-এর কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বর্ষার মরশুমের কথা মাথায় রেখে নদী বাঁধগুলির ঝুঁকিপূর্ণ অংশগুলি অনতিবিলম্বে সংস্কার করতে সেচ বিভাগ ও জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।'

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২২৩-৭১২৮/২৯, ই-মেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট: www.lnbgroup.com
CIN NO. L51909WB1995PLC071730

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায় ইপিএস ব্যতীত)

ক্রম নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৬ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৫ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৬ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৫ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,৫৫৫.০২	১,৩৪৮.২২	১,৭৯৯.৭০	৬,৩০২.৫৩	৩,৩০৬.৭৬	১,০৭৬.৬৭	২,৭২৬.১০	১০,৬৯০.৮২
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	১,০২১.৪৫	(১৭৫.৮৩)	৮০০.৬১	১,২৫৬.৪১	২,২৭৮.৭৪	(১,৩১৯.৪৩)	১,৯৮৮.৯১	১,০৫৩.৬০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১,০২১.৪৫	(১৭৫.৮৩)	৮০০.৬১	১,২৫৬.৪১	২,২৭৮.৭৪	(১,৩১৯.৪৩)	১,৯৮৮.৯১	১,০৫৩.৬০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৮১৪.৫৪	৩২৭.৯৬	৮৬২.৮০	১,১২৩.২০	১,৯৪৪.৮৭	(১,০৮৫.৮৬)	১,৯১৭.৬৪	৫৪.৬৮
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য (লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত [সময়কালের জন্য (করপরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৮,১৪৯.৯০	(৪,২৮২.৩২)	৮,৫৭৯.৭১	৬,১৯৭.৬৮	১৩,২৪৭.২২	(৬,৩২৪.৭০)	১২,৯৬১.৬৭	৮,৪৭১.৯৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের)	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮
৭	সংরক্ষণ (পূর্ব বর্ষের ব্যালান্স শীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)				১,২০,৪৫২.৭৩				২,২০,২৩৩.৫২
৮	শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য) মৌলিক	২.৯৯	১.২০	৩.১৬	৪.১২	৭.২১	(৩.৮৮)	৭.১১	০.২০
	মিশ্রিত	২.৯৯	১.২০	৩.১৬	৪.১২	৭.২১	(৩.৮৮)	৭.১১	০.২০

দ্রষ্টব্য:

১. উপরের ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং ০৮ অগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব স্ব সভায়, কিরণ ব্যাপার লিমিটেড ('দ্য কোম্পানি')-এর পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উপরের ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ ('ইন্ড এএস') অনুসারে, কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('দ্য অ্যাক্ট')-এর সেকশন ১৩৩ অধীনে প্রজ্ঞাপিত (সংশোধিত মতো)।

৩. উপরেরটি, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে অর্থাৎ **www.bseindia.com** -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.lnbgroup.com.**-এ। নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

পর্ষদের পক্ষে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
এল. এন. বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান : হায়দরাবাদ
তারিখ : ০৮ অগস্ট, ২০২৬

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্দ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৮.০৮.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**মনোজ সরকার,** পিতা মন্টু সরকার **পিঙ্কি কুমারী (প্রয়াত পুতুল সরকার এর আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা মন্টু সরকার, **উভয়ের নিবাস :** ফ্ল্যাট নং এফ-সি, দোতলা,হোল্ডিং নং ১৬০ রাম রতন ঘোষ রোড,ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, থানা সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-সি, পরিমাপ ৮৬১ বর্গফুট দোতলায়, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক বাথ তথা প্রিভি, এক ডব্লুসি, এক বারান্দা হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন, অবস্থিত মৌজা- জেএল নং ৫৫, তৌজি নং ২৫১, পরগনা- মেডান মাল্লা, আরএস খতিয়ান নং ১২১৪, ১২১৮, ১২৩১, ১৮০৬, ১৮১০, ১২৩৬, আরএস দাগ নং ৫২৪, থানা : সোনারপুর,জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ফ্ল্যাট এ, পশ্চিমে : সাধারণ স্পেস। উত্তরে : ফ্ল্যাট ডি। দক্ষিণে : সাধারণ স্পেস। **সম্পত্তি পুতুল সরকার এবং মনোজ সরকার এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০৭২৮০-২০১৮ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১,পৃষ্ঠা ৩০২৬৭৩ থেকে ৩০২৭২৯, ভলুম নং ১৯০১-২০১৮। অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১ কলকাতার অফিসে। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে।**	**২৭,২২,২১৯.০০ টাকা (সাতাশ লাখ বাইশ হাজার দুশো উনিশ টাকা) ৩১.০৭.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	২৬,১৯,০০০.০০ টাকা; ২,৬১,৯০০.০০ টাকা; ২৫,০০০.০০ টাকা; যোগাযোগ ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০; **পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৭.০৮.২০২৬ এবং ২০.০৮.২০২৬** পর্যবেক্ষণের সময় - সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে
২	**ক) শ্রীমতি কৃষ্ণা বৈদ্য,** স্বামী সলিল বৈদ্য, **খ) শ্রী শুভাশিস বৈদ্য** পিতা সলিল বৈদ্য, **গ) শ্রী স্নেহাশিস বৈদ্য** পিতা সলিল বৈদ্য, **সকলের ঠিকানা :** নারায়ণীতলা, পো : গোচারণ, থানা জয়নগর, (গোচারন গার্লস হাই স্কুলের নিকট) দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন - ৭৪৩৩৭২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ১০ ডেসিমেল তদস্থিত একতলা ভবন কমবেশি অবস্থিত মৌজা- নারায়ণীতলা, জেএল নং ০১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪০৫, আরএস খতিয়ান নং ৫৩৭, এলআর খতিয়ান নং ১৬৯৪, নারায়ণীতলা জিপি অধীন, থানা : জয়নগর, ডিএসপি -৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুখেন্দু হাইত এর জমি। দক্ষিণে : বুকাই সাঁতরা এর জমি। পূর্বে : পঞ্চান্ন বৈদ্য এর জমি। পশ্চিমে : সরোজ বৈদ্য এর জমি এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দলিল নং ১৬০৪০২২৪৩ -২০১৮ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৫৯৬৬৩ থেকে ৫৯৬৮৭, ভলুম নং ১৬০৪-২০১৮, ডিএসআর -৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি কৃষ্ণা বৈদ্য** স্বামী সলিল বৈদ্য এর নামে। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে।**	**২২,৯১,১৭০.০০ টাকা (বাইশ লাখ একানব্বই হাজার একশ সত্তর টাকা) ০৫.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২৯,৩৪,০০০.০০ টাকা; খ) ২,৯৩,৪০০.০০ টাকা; গ) ২৫,০০০.০০ টাকা; যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০; **পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৭.০৮.২০২৬ এবং ২০.০৮.২০২৬** পর্যবেক্ষণের সময় - সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১০.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

J.G.Chemicals Limited

Adventz Infinity@5, Unit No. 1511, Street No. 18, BN Block,
Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091, India,
Email: corporate@jgchem.com | Web: www.jgchem.com
CIN: L24100WB2001PLC093380

Extract of the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2026

(₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended 30-06-2026 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2026 (Audited)	Quarter ended 30-06-2025 (Unaudited)	Year ended 31-03-2026 (Audited)
Revenue from operations	315.65	286.17	218.01	972.93
Profit before exceptional item and tax	34.97	25.41	21.85	92.11
Profit before tax	34.97	25.41	21.85	92.11
Profit after tax	26.12	18.90	16.36	68.65
Total comprehensive income for the period	28.54	18.00	18.60	70.36
Paid up Equity Share Capital	39.19	39.19	39.19	39.19
Total reserves (including non-controlling interests)	-	-	-	501.87
Earnings per Equity Share (of ₹ 10 each) – Basic and Diluted (Not Annualised*)	*6.40	*4.61	*4.03	16.81

Notes :
1.Additional information on Unaudited Standalone Financial Results is as follows: (₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended 30-06-2026 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2026 (Audited)	Quarter ended 30-06-2025 (Unaudited)	Year ended 31-03-2026 (Audited)
Revenue from operations	95.86	87.92	70.97	288.95
Profit before exceptional item and tax	11.37	9.57	8.47	28.71
Profit before tax	11.37	9.57	8.47	28.71
Profit after tax	8.50	7.19	6.37	21.45

2. The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 08th August, 2026.
3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2026, are available on the BSE Limited website (URL:www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (URL:www.nseindia.com) and on the Company's website (URL:www.jgchem.com).
4. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.

Date: 08.08.2026
Place: Kolkata

By order of the Board
For J.G.Chemicals Limited
Sd/-
Suresh Kumar Jhunjhunwala
Chairman And Whole Time Director

আসানসোল জেলা হাসপাতালে ডে কেয়ার কক্ষ উদ্বোধন পুরমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে আরজি কর হাসপাতালে নির্মমভাবে নির্যাতিত ও নিহত চিকিৎসকের স্মরণে সারা রাজ্যের পাশাপাশি আসানসোল জেলা হাসপাতালে পালন করা হল অভয়ার স্মরণে নীরবতা পালন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। কর্তব্যরত অবস্থায় মর্মান্তিকভাবে মৃত অভয়ার, স্মৃতির উদ্দেশ্যে সকাল ১১টায় ২ মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করা হয়।

এই নীরবতা পালন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, পশ্চিম বর্ধমান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শেখ মহম্মদ ইউনুস, জেলা হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাক্তার তপন কুমার বিশ্বাস এবং চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী। এদিনের স্মরণসভায়, অভয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল নিজের লেখা একটি কবিতা পাঠ করেন। তিনি বলেন, ওই অমানবিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি চান। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে চিকিৎসা জগতের সাথে জড়িত কারও প্রতি এইরকম অমানবিক ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য কঠোর নজরদারি করা হবে। এদিন নীরবতা পালনের পাশাপাশি আসানসোল জেলা হাসপাতালের অঙ্কলজি বিভাগের ডে কেয়ার সেন্টারে উদ্বোধন করেন অগ্নিমিত্রা পল।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, এই হাসপাতালে অঙ্কলজি বিভাগে, আউটডোরে আসা রোগীদের কেমো দেওয়ার পর ওই রোগীকে অবজারভেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি থাকা অন্যান্য রোগীদের সঙ্গে রাখতে হতো। যার ফলে, কেমো নিতে আসা রোগীদের মধ্যে সংক্রমণ ধরার সম্ভাবনা থাকতো। তাই কেমো নিতে আসা রোগীদের জন্য আলাদা ৫ শয্যার ডে কেয়ার সেন্টার তৈরি করা হলো।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল ভাঙচুর, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে এক প্রৌঢ়ের মৃত্যুর ঘটনায় রতুয়া সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ব্যাপক ভাংচুর চালালো ক্ষিপ্ত জনতা। এমনকি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যেতে বাঁধা দেওয়া হয় পুলিশকে। এনিয়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তিও করা হয় বলে অভিযোগ। মৃতের পরিবারের হামলায় জখম হয়েছে ওই সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালের এক চিকিৎসক-সহ পাঁচ জন। রবিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ এই ঘটনাকে ঘিরে কার্যত চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে চাঁচল মহকুমার রতুয়া সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। সরকারি ওই হাসপাতালের পক্ষ থেকে মৃতের পরিবারের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর হামলা চালানোর লিখিত অভিযোগ রতুয়া থানায় জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি জানার পর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকেও দুইজন আধিকারিকের একটি দল তদন্তে যায়। পুরো ঘটনায়

চিকিৎসায় কোনও গাফিলতির অভিযোগ নেই বলেই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃতের দুই আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত রোগীর নাম মহম্মদ সাকিম (৫৭)। তাঁর বাড়ি রতুয়া থানার ভাদো এলাকায়। এদিন সকাল ন'টা নাগাদ রতুয়ার জাকিরনগর এলাকায় একটি গাড়িতে বস্তা ভর্তি ভুট্টা লোডিং-এর কাজ করছিলেন ওই প্রৌঢ়। সেখানকার একটি গোডাউনের পাশে বিদ্যুতের পোলের তার ছিঁড়ে পড়েছিল। অজান্তেই সেই বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হন ওই প্রৌঢ়। তড়িঘড়ি আহতকে তাঁর সহকর্মীরা উদ্ধার করে রতুয়া সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। ওই প্রৌঢ়কে ভর্তির পর থেকেই শুরু হয় টানাপোড়েন। ওই রোগী রাস্তাতেই মারা যান বলে তার পরিবারের লোকেদের জানান সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের কর্তব্যরত এক চিকিৎসক। কিন্তু মৃতের পরিবারের দাবি, তাদের রোগী হাসপাতালে ভর্তির পরও বেঁচে ছিল। এনিয়েই শুরু হয় দুই পক্ষের তর্কাতর্কি। তারই মধ্যে আচমকার একদল মৃতের আত্মীয় সরকারি ওই হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তাণ্ডব চালাতে শুরু করে বলে অভিযোগ। মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে ফেলা হয় কম্পিউটার, কাঁচের টেবিল, চেয়ার, জানালা কাঁচ , আলমারি। নষ্ট করা হয় জরুরি বিভাগের যাবতীয় কাগজপত্র। মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডক্টর সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, 'পুরো ঘটনার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এখানে চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি ছিল না বলেও প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। বিদ্যুৎপৃষ্ঠের রোগী ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন।'

বিজেপির তৃণমূলিকরণ!

'বিষয়টি নিয়ে পার্টির ভাবা উচিত', অকপট দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: রবিবার সকালে খড়গপুরের এক চা-চক্রে আরজি কর থেকে টোটো চলাচল-সহ একাধিক ইস্যুতে সরব হলেন বিজেপি নেতা তথা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

খড়্গপুরের বোগদা এলাকায় মর্নিং ওয়াকের পর চা-চক্রে যোগ দিয়ে উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরজি কর-কাণ্ড, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ককে সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ, বিজেপিতে তৃণমূলীকরণ, জরুরি অবস্থায় আরএসএস কর্মীদের ভূমিকা, সরকারি বাস পরিষেবা এবং জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল-সহ একাধিক বিষয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান দিলীপ ঘোষ।

আরজি কর-কাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আরজি করের কেস রিওপেন হয়েছে। বিশেষ তদন্ত হচ্ছে। এই ঘটনা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এমন জঘন্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে জন্য সকলের আরও সচেতন ও জাগ্রত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার।' আরজি করের ঘটনায় নিহত চিকিৎসকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাজকে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়কে সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সিবিআই ডেকেছে, তদন্ত চলছে। দেখা যাক কত দূর কী হয়। সুমিত রায় তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ বা যে সমস্ত ঘটনায় তাঁর নাম উঠে আসছে সেগুলির তদন্ত হওয়া উচিত।' বিজেপিতে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের যোগদান এবং দলের 'তৃণমূলীকরণ' প্রশ্নে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'যদি সত্যি ঘটনা হয়ে থাকে, তাহলে বিষয়টি নিয়ে পার্টির ভাবা উচিত।' অর্থাৎ দলবদলের মাধ্যমে তৃণমূল থেকে আসা নেতা-কর্মীদের ভূমিকা এবং তার প্রভাব নিয়ে বিজেপির অভ্যন্তরে পর্যালোচনার প্রয়োজনেরও ইঙ্গিত দেন তিনি।

জরুরি অবস্থায় লড়াই করা আরএসএস কর্মীদের সম্মান প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'জরুরি অবস্থার সময় বহু আরএসএস, স্বয়ংসেবক আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং জেলে গিয়েছিলেন। সারা দেশে প্রায় ৬০ হাজার আরএসএস কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং অনেকেই প্রায় ২৮ মাস পর্যন্ত জেলে ছিলেন। জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁরা মুক্তি পান।' এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকার তাঁদের সম্মানিত করার উদ্যোগ নিলে সেটি স্বাগত জানানোর মতো বিষয়।' তিনি জানান, 'তাঁদের মাসে ১০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার পাশাপাশি এককালীন সম্মানিক দেওয়ার কথাও রয়েছে।' জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গেও দিলীপ ঘোষ নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি জানান, 'জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ডিএম, এসপিকে আমিও বলেছি, জাতীয় সড়কে যেন টোটো এন্ট্রি না নেয়। টোটোর জন্য এক্সিডেন্ট বেশি হচ্ছে।' রবিবারের এই চা-চক্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও জনস্বার্থ বিষয় নিয়ে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

কনভয় থামিয়ে যানজট মুক্ত করতে হস্তক্ষেপ অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বিগত দিনে দেখা গেছে আসানসোল শহরের যানজট নিয়ে সব সময় সরব হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। রবিবার আসানসোলে মহিসিলা কলোনির এক রক্তদান শিবির থেকে ফেরার পথে আসানসোল জেলা হাসপাতালের সামনে, এসবি গড়াই রোডে যানজট দেখে হতবাক হয়ে যান তিনি। নিজের কনভয় দাঁড় করিয়ে তিনি কর্তব্যরত ট্রাফিক অফিসারকে অবিলম্বে ব্যস্ততম রাস্তার দু'ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা, সমস্ত গাড়ির মালিককে আইনসম্মত উপায়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, কেন এমন কর্তব্যের গাফিলতি, সেই নিয়েও কর্তব্যরত ট্রাফিক অফিসারকে প্রশ্ন করেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, আসানসোল জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এসবি গড়াই রোড দীর্ঘদিন ধরে যানজটে জেরবার। এই রাস্তার উপরে রয়েছে, জেলা হাসপাতাল-সহ, একাধিক বেসরকারি নামি ইংরাজী মাধ্যমের স্কুল। শুধু তাই নয়, ব্যস্ততম সবজি বাজার থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু এই অঞ্চল। আসানসোল শহরের মুখ্য যাতায়াতের রাস্তা জিটি রোডের পর যদি কোনও ব্যস্ততম রাস্তা হয় তা হলো এই এসবি গড়ায় রোড। এই রকম অভিযোগ বারবার আসার পর এবার সরব হলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল।

খাইরুল, সামশেরকে জেরায় অন্ডালে উদ্ধার বিপুল অস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: কয়লার কালো কারবারের আড়ালে কি তৈরি হচ্ছিল অস্ত্রের এক গোপন নেটওয়ার্ক? খনি অঞ্চলে পর পর দু'টি গ্রেপ্তারি এবং বিপুল অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে তদন্তকারীদের মাথায়। শেখ খায়রুলের গ্রেপ্তারির সূত্র ধরে রাঁচি থেকে গ্রেপ্তার সামশের হুসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কি খুলে গেল অস্ত্র-ভাণ্ডারের দরজা? শনিবার রাতে অন্ডালের পরাসকোলের একটি আবাসন থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় সেই জল্পনাই আরও ঘণীভূত হয়েছে।

গত ৩০ জুলাই জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত বেলবাঁধ যাত্রী প্রতীক্ষালয় থেকে শেখ খায়রুল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। তাঁর কাছ থেকে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ উদ্ধার হয়েছিল বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা যায়। খায়রুলের বাড়ি বীরভূমে হলেও তিনি পাণ্ডবেশ্বরের ডালুরবাঁধ এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছিলেন বলে অভিযোগ। তাঁকে আসানসোল আদালতে হাজির করিয়ে নিজেদের হেপাজতে নেয় এসটিএফ।

তদন্তে খায়রুলকে জেরা করেই উঠে আসে আরও এক নাম, বহুলা এলাকার কয়লা কারবারি সামশের হুসেন। সেই সূত্র ধরেই গত বৃহস্পতিবার রাঁচি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। পরে খায়রুল ও সামশের দু'জনকেই নিজেদের হেপাজতে নেয় তদন্তকারী সংস্থা। এরপরেই শনিবার রাতে তদন্তে আসে বড়সড় মোড়। সামশের হুসেনকে সঙ্গে নিয়ে অন্ডালের পরাসকোলের একটি আবাসনে হানা দেয় এসটিএফের একটি দল। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৭টি ৭ এমএম পিস্তল, ৪টি ৯ এমএম পিস্তল, ৩টি রিভলভার, ১টি পাইপগান এবং ৫৬ রাউন্ড কার্তুজ। একসঙ্গে এত বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কেন খনি অঞ্চলের একটি আবাসনে এত অস্ত্র মজুত করা হয়েছিল? কার জন্য? কোথা থেকে এল এই অস্ত্র? এবং এর পিছনে কি শুধুই বেআইনি অস্ত্রের কারবার, নাকি আরও বড় কোনও অপরাধচক্র সক্রিয়? সবদিক খতিয়ে দেখছে এসটিএফ।

রায়নার দুই ব্লকে শুরু 'আয়ুষ্মান সপ্তাহ' শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ ব্লকের মহেশবাটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং রায়না ২ ব্লকের মাধবডিহি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৮ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত 'আয়ুষ্মান সপ্তাহ' উপলক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এক সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে ৯ ও ১১ আগস্ট 'আয়ুষ্মান আরোগ্য দিবস' পালিত হবে। শিবির চলাকালীন সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হবে। রবিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। তিনি রায়না ১ ব্লকের মহেশবাটি এবং রায়না ২ ব্লকের মাধবডিহি, উভয় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রায়না ১ ও রায়না ২ ব্লকের বিডিও, দুই ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক-সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতেই এই সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

তিরঙ্গা যাত্রায় জনজোয়ার সিউড়িতে

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: তিরঙ্গা যাত্রায় জনজোয়ার দেখল সিউড়ি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিনকে স্মরণে রেখে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন সিউড়ির বিধায়ক তথা উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। রবিবার বিকেল চারটের সময় সিউড়ি সার্কিট হাউস মোড় থেকে শুরু হয় তিরঙ্গা হাতে নিয়ে পদযাত্রা রাষ্ট্রবাদী সমস্ত মানুষজনের পাশাপাশি সিউড়ির সাংস্কৃতিক দলগুলিও দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে এই পদযাত্রা কর্মসূচিকে আরও প্রাণোচ্ছল করে তোলেন। তেরঙ্গা হাতে নিয়ে পদযাত্রায় হাঁটেন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা, সাঁইথিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা, দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা, বিজেপির জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি, শহর সভাপতি সুনয়ন ভাণ্ডারী জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই, আরএসএস-এর প্রচার প্রমুখ শিবাজী মণ্ডল-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃবর্গ প্রমুখ। মিছিল শেষ হয় সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে, সেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ উপস্থিত বিধায়ক ও অতিথিবৃন্দ। তারপর সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে মঞ্চে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত মন্ত্রী থেকে বিধায়কগণ। মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল আমলে প্রধান মন্ত্রীজির হর-ঘর তিরাঙ্গা কর্মসূচি এই রাজ্যে সে অর্থে পালন হতো না, রাষ্ট্রবাদী সরকার গঠন হওয়ায় প্রত্যেকের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়বে।' এরপর উন্নয়নের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'সিউড়ি প্রান্তিক রেললাইন পাতার কাজ শুরু হবে খুব শীঘ্রই, রাজনগরের রেল লাইনের জন্য জমির চূড়ান্ত মাপ ও চিহ্নিতকরণ শুরু হবে। কলকাতায় বীরভূম ভবন শুরু হচ্ছে, আর সিউড়ি সুপার মাল্টি স্পেশ্যালিটি হসপিটাল মেডিকেল কলেজে পরিণত হবে।' এদিন সকলে মিলে বন্দেমাতরম ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কোচবিহার জেলার দিনহাটা শহরে তিরঙ্গা যাত্রায় দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায়-সহ মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক উপস্থিত ছিলেন।

শ্মশানের জমি দখলে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শ্মশানঘাটের জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল জামুড়িয়ার পাড়াসিয়া পঞ্চায়েতের বেলবাদ এলাকায়। রবিবার শ্মশানঘাটের জমি রক্ষার দাবিতে ১৬ আনা কমিটির নেতৃত্বে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গত কয়েক দিন ধরে জেসিবি নামিয়ে শ্মশানের জমিতে মাটি কাটার কাজ চলছে। অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সিঙ্গারণ নদীর তীরে বেলবাদ-জোড়জানকি এলাকায় প্রায় পাঁচ দশক ধরে ওই শ্মশান ঘাটটি ব্যবহার করে আসছেন আশপাশের মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে এলাকার বাসিন্দাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে আসছে। অভিযোগ, গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে কয়েক জন ব্যক্তি জেসিবি দিয়ে ওই এলাকার জমিতে কাজ শুরু করেছেন। তা থেকেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। রবিবার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ১৬ আনা কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, শ্মশানের জমি এক বার দখল হয়ে গেলে ভবিষ্যতে এলাকার মানুষের শেষকৃত্যের জায়গা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে।

বারাসাতে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত পুলিশ জেলার উদ্যোগে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উৎযাপন চলছিল। রবিবার সেই কর্মসূচির সমাপ্তি হল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে। এদিন বারাসাত পুলিশ জেলার উদ্যোগে পথ নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক বক্তব্য ও সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। এদিন বারাসাতের ময়না এলাকার এসপি অফিস থেকে বারাসাত কলোলি মোড় পর্যন্ত র‍্যালি করে এসে বারাসাত কলোনি মোড়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের শেষ অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বারাসাত পুলিশ জেলার সুপার, এসডিপিও, ডিএসপি ট্রাফিক, বারাসাত থানার আইসি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসাতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি-সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক এদিনও দাবি করেন খুব শীঘ্রই বারাসাতকে যানজট মুক্ত করা হবে।

পুলকারে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রকে 'যৌন হেনস্থা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক স্কুলছাত্রকে পুলকারে যাতায়াতের সময় যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল পুলকার চালকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দুর্গাপুরে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত চালকের বিরুদ্ধে নিউটাউনশিপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ছাত্রের পরিবার। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ কাঁকসার বামুনারার বাসিন্দা ষষ্ঠ শ্রেণির ওই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র পুলকারে করে স্কুলে যাওয়ার সময় হেনস্থার শিকার হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের নজরে আসে। এরপরই তাঁরা নিউটাউনশিপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত ও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে রবিবার দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হন ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা। বিধায়কের কাছে তাঁরা পুরো ঘটনার কথা জানান এবং সুবিচারের দাবি করেন। অন্যদিকে, পুলকার চালকের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হেনস্থার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত।

জাতীয় সড়কে হঠাৎ ধস, আতঙ্ক রানিগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: ব্যস্ত জাতীয় সড়কের ধারে আচমকাই ধস! উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ খুঁটির নীচে মাটি বসে তৈরি হল প্রায় ৫-৬ ফুট গভীর গর্ত। সেই গর্তে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোটো আচমকাই ঢুকে যাওয়ায় রবিবার বিকেলে চাঞ্চল্য ছড়াল রানিগঞ্জের শিশুবাগান মোড়ে। অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও আতঙ্ক কাটছে না স্থানীয়দের। রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ নজরুল মূর্তির বিপরীতে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে আচমকাই মাটি বসে যায়। মুহূর্তে তৈরি হয় গভীর গর্ত। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তখনই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোটো গর্তে ঢুকে পড়ে। স্থানীয়রা দ্রুত সেটিকে সরিয়ে নেন। তবে ব্যস্ততম এই সড়কের পাশে এমন ঘটনায় যানবাহন ও পথচারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, এই এলাকায় ধসের ঘটনা নতুন নয়। স্থানীয়দের দাবি, বছর তিনেক আগেও কাছাকাছি এলাকায় মাটি ধসেছিল। তার পাশেই ফের ধস নামায় পুরনো আশঙ্কাই নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। ব্রিটিশ আমলের কোনও পুরনো নিকাশি নালা বা মাটির নীচে জলপথের কারণে মাটি সরে যাচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডে চক্ষু পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: জাতীয় ও রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা রুখতে রাজ্য জুড়ে ট্র্যাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানানভাবে প্রচার চালানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। রবিবার সেই কর্মসূচি অনুযায়ী বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন কাঁকসা থানার পাশে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে কয়েকশো গাড়ির চালকদের ও পুলিশ কর্মীদের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। এদিন ফিতে কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কাঁকসার এসিপি আলি রেজা। এছাড়াও ছিলেন টিআই সুধীর কুমার মণ্ডল, কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের ওসি এমডি আশরাফুল ইসলাম-সহ অন্যান্যরা।

খড়গপুরে তিরঙ্গা যাত্রায় দেশাত্মবোধের আবহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: রবিবার খড়গপুরে সাধারণ মানুষ থেকে পড়ুয়ারা বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রায় অংশগ্রহণ করে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলল খড়গপুর শহরকে। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি। জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এই কর্মসূচিকে ঘিরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রা। জাতীয় পতাকা হাতে এই শোভাযাত্রায় সামিল হলেন পড়ুয়া থেকে প্রশাসনিক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষ। গোটা যাত্রাপথে 'বন্দেমাতরম' ও দেশাত্মবোধক স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে খড়্গপুর শহর। খড়্গপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এদিন সকালে এসডিও অফিস চত্বর থেকে তিরঙ্গা যাত্রার সূচনা হয়। শুরু থেকেই শোভাযাত্রাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। তাঁদের সঙ্গে পা মেলান প্রশাসনিক আধিকারিক, বিভিন্ন স্তরের মানুষ। শোভাযাত্রার গোটা পথজুড়েই ছিল দেশাত্মবোধের আবহ। অংশগ্রহণকারীদের হাতে পতপত করে উড়তে থাকে তেরঙা পতাকা। 'বন্দেমাতরম' এবং দেশাত্মবোধক স্লোগানে মুখরিত হয় চারপাশ। স্বাধীনতা দিবসের আগে নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এসডিও অফিস চত্বর থেকে শুরু হওয়া এই তিরঙ্গা যাত্রা খড়্গপুর ট্রাফিক মোড় পর্যন্ত যায়। শোভাযাত্রায় অংশ নেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষও। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে খড়্গপুরে এই তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।

আন্দামানে অভিযানের সূচনা উপরাষ্ট্রপতির

পুদুচেরিতে হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রার সূচনা অমিত শাহের

পুদুচেরি, ভোপাল, শ্রীবিজয়পুরম, জম্মু, ৯ অগস্ট: স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে, রবিবার আন্দামান ও নিকোবরের শ্রী বিজয়পুরমে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের সূচনা করেন। এই সময় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর কথা স্মরণ করেন।

সিপি রাধাকৃষ্ণন শ্রী বিজয়পুরমের 'ফ্ল্যাগ পয়েন্টে' জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, ঠিক এই স্থানেই ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করে আন্দামান ও নিকোবরকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আন্দামানের কথা ভাবলে কেবল এর সবুজ প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথাই মনে আসে না। সাভারকর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রজ্বলিত দেশপ্রেমের আগুন আমাদের বহু প্রজন্ম ধরে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের হৃদয়ে বিরাজ করবে।' উপরাষ্ট্রপতি সেইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, যাঁরা সেলুলার জেলে 'দুর্ভোগ সহ্য করেছিলেন'।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার পুদুচেরির মুরুগা থিয়েটার সিগন্যালে 'হর ঘর তিরঙ্গা' যাত্রার সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে কৈলাশনাথন, পুদুচেরির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ নামাসিভায়াম, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী জিএনএস রাজাশেখরন এবং বিজেপি সভাপতি ভিপি রামালিঙ্গম। হাজার হাজার মানুষ ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হাতে এই র‍্যালিতে অংশ নেন।

এর আগে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোরিমেডুর পুলিশ ট্রেনিং স্কুল মাঠে পুদুচেরি পুলিশকে 'প্রেসিডেন্টস পুলিশ কালার' (রাষ্ট্রপতির পুলিশ পতাকা) প্রদানের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। পুদুচেরি পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়ে অমিত শাহ বলেন, কোনও সুশৃঙ্খল পুলিশ বাহিনীর জীবনে

'প্রেসিডেন্টস পুলিশ কালার' প্রাপ্তি অত্যন্ত গৌরবময় মুহূর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম তিনি উল্লেখ করেন, পুদুচেরি পুলিশের সদস্য সংখ্যা ৫ হাজারের কম হলেও, সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অধিকারী এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সুরক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত সারা দেশের পাশাপাশি রবিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালেও তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়। অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে বহু মানুষ তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবও ভোপালে আয়োজিত 'তিরঙ্গা যাত্রায়' অংশ নেন। ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হাতে নিয়ে মিছিলে নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতিনীতিন নবীনের আহ্বানে আমরা সারা দেশজুড়ে 'তিরঙ্গা যাত্রা'র আয়োজন করছি। প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে এই শোভাযাত্রাগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।' এদিন ভোপালে আয়োজিত তিরঙ্গা যাত্রাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

নাগরিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে রবিবার থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান। যা চলবে আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রবিবার জম্মুতে আয়োজিত 'তিরঙ্গা যাত্রা'। তাতে অংশ নেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি সভাপতি সত শর্মা বলেন, 'যুব মোর্চা একটি মোটরবাইক র‍্যালির আয়োজন করেছে। 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির আওতায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও সর্বভারতীয় সভাপতির আহ্বান বাস্তবায়নে ভারতীয় জনতা পার্টি সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। এই প্রচার অভিযান টানা চার দিন ধরে চলবে। আমাদের সবার কাছেই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ৫ আগস্ট, ২০১৯-এর পর থেকে এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তার আগে এখানে দুটি পতাকা থাকত। তবে 'এক দেশ, এক পতাকা' নীতিটি এখন রাষ্ট্রীয় সম্মান ও গৌরবের জন্য আমাদের বীর ও যুবসমাজের আত্মত্যাগের প্রতিফলন ঘটায়, এটি সেই সময়ের কথাও মনে করিয়ে দেয় যখন এখানে পতাকা উত্তোলন ছিল এক কঠিন কাজ।'

বিজেপি সাংসদ গোলাম আলি খটানা বলেছেন, 'নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা নতুন উচ্চতায় উড়ছে এবং দেশ সাফল্যের নতুন শিখর স্পর্শ করছে। মহাকাশ, প্রযুক্তি, পরিবেশ, পরিচ্ছন্ন শক্তি কিংবা প্রতিরক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে রপ্তানি, সবক্ষেত্রেই দেশ আরও উচ্চতার দিকে এগিয়ে চলেছে। অধিকৃত পিওজেকে এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চালানো নৃশংসতা, বর্বরতা ও রক্তপাত এই পরিস্থিতির এক জ্বলন্ত উদাহরণ।'

সময়ে বিচার নিশ্চিত করাই তিনটি নতুন ফৌজদারি আইনের লক্ষ্য: শাহ

পুদুচেরি, ৯ অগস্ট: সময়ে বিচার নিশ্চিত করাই তিনটি নতুন ফৌজদারি আইনের লক্ষ্য, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক আমলের আইনের পরিবর্তে মোদী সরকার যে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন প্রবর্তন করেছে, তা মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে;প্রযুক্তি, সময়সীমা এবং আস্থা। অমিত শাহ বলেন, এই নতুন ফৌজদারি আইনগুলির লক্ষ্য হলো এমন একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, যা অধিকতর প্রযুক্তি-নির্ভর ও সময়-নির্দিষ্ট। রবিবার পুদুচেরির গোরিমেড়ুর পুলিশ ট্রেনিং স্কুল মাঠে পুদুচেরি পুলিশকে 'প্রেসিডেন্টস পুলিশ কালার' (রাষ্ট্রপতির পুলিশ সম্মাননা) প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পুদুচেরি পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'প্রেসিডেন্টস পুলিশ কালার' অর্জন করা যে কোনও সুশৃঙ্খল পুলিশ বাহিনীর জন্য অন্যতম গৌরবময় মুহূর্ত।

ভারত ছাড়োর ডাক স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ অগস্ট: জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তিনি জানান, ভারত ছাড়োর আহ্বান স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, 'ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে' অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের অদম্য সাহস প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য চিরকাল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো'র সেই জোরালো আহ্বান আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এ দেশের মানুষের অবিচল সংকল্পকে প্রতিফলিত করেছিল।'

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তি ৯ অগস্ট। ১৯৪২ সালের ৯ অগস্ট জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর এক ডাকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে

যোগ দেন অগণিত মানুষ। ব্রিটিশ বিরোধী এই আন্দোলনের মূল মন্ত্রই ছিল করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। বম্বে থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে আমেদাবাদ, দিল্লি ও কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই আন্দোলন ব্রিটিশদের রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স মাধ্যমে জানান, 'মহাত্মা গান্ধির আহ্বানে শুরু হওয়া 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন এক ঐতিহাসিক অধ্যায়, যা দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তাদের মধ্যে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র সংকল্প ও অদম্য সাহস সঞ্চার করেছিল। দেশকে মুক্ত করার এই মহান সংগ্রামে যাঁরা নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন, সেই সকল অমর স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।'

অমিত শাহ আরও উল্লেখ করেন, ''আগস্ট বিপ্লবে'র এই দিনটি আমাদের দেশীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে আপন করে নিয়ে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে, 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তুলতে এবং 'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত করে।'

নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে যে কোনও পদক্ষেপে প্রস্তুত: রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ৯ অগস্ট: প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রবিবার দিল্লির বেস হাসপাতালে 'সিঁদুর মহারক্তদান যাত্রা' রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। রাজনাথ সিং বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর' বিশ্বজুড়ে এই বার্তা দিয়েছে যে, দেশের নারীদের সিঁদুরের মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত যে কোনও পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন, যারা পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা সন্ত্রাসী ও তাদের মদতদাতাদের খতম করেছে এবং যারা ভারতের ওপর কুদৃষ্টি ফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছে, তাদের কঠোর পরিণতির মুখোমুখি করেছে।

রাজনাথ সিং বলেন, 'রক্ত কোনও কারখানা বা গবেষণাগারে তৈরি হয় না, কেবল একজন সুস্থ মানুষই অন্য একজনকে তা দিতে পারেন। তাই জীবনদানের পাশাপাশি রক্তদান হলো মানবতার শ্রেষ্ঠ উপহার। মহারাষ্ট্রে বীরত্ব ও সহমর্মিতার যে ঐতিহ্য ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আমল থেকে চলে আসছে, তা আজও অব্যাহত রয়েছে। অন্যের সুরক্ষা এবং দেশসেবার মধ্যেই মানুষের শক্তির সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার নিহিত।' রাজনাথ আরও বলেন, 'তরুণ বন্ধুদের আহ্বান জানানো হচ্ছে যেন তারা রক্তদানকে কেবল একটি কর্মসূচির গণ্ডি থেকে বের করে একটি সংস্কৃতিতে পরিণত করেন এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সংবেদনশীল ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখেন।'

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE&HOSPITAL
TAMLUK,PURBA MIDNAPUR

TENDER NOTICE
Memo No. TGMCH/1812/2026 dt. 06.08.2026
e-NIQ is invited by the Principal from the reputed agencies for out-sourcing of Dome-service. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in &www.wbtender.gov.in , Last date of Bidding is 27/08/26.
Sd/-
Principal

SKIPPER Limited
স্কিপার লিমিটেড
CIN: L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য়তল, কলকাতা- ৭০০০১৭
ফোন : (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩১, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ
ফিজিক্যাল আকারে থাকা ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ এর হস্তান্তরের পুনর্নথিভুক্তকরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা- চতুর্থবার অবহিতকরণ

স্কিপার লিমিটেড (কোম্পানি) এতদ্বারা তার শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া উল্লেখ্য সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী ঘোষণা করেছে যে, ফিজিক্যাল আকারে অধিকৃত ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ এর হস্তান্তরের অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তিকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীগণের কেনা শেয়ারসমূহ সুরক্ষিত করা এবং বিনিয়োগের সুবিধা সহজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ পুনর্নথিভুক্তিকরণের জন্য যা মূলত ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে সম্পাদিত হয় তার সম্পূর্ণ সুবিধা প্রদানের জন্য।

সংশ্লিষ্ট বিশেষ সুবিধা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ এর হস্তান্তরের অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তকরণের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণকে এক বছরের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

আরও বিশদে উক্ত সার্কুলার অবহিত হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিস্তারিত অবধারণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে :

শেয়ার হস্তান্তরের সম্পাদনের তারিখ	১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে হস্তান্তরের জন্য দায়ের করা?	মূল শেয়ার সার্টিফিকেট উপলব্ধ কিনা?	সাম্প্রতিক সুবিধা ব্যবহারের উপযুক্ততা?
১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে	না (নতুন করে দায়ের করা)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	হ্যাঁ (পূর্বে বাতিল/ফেরত এসেছিল)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	হ্যাঁ	না	না
	না	না	না

উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট -**মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড**, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা-৭০০০০১, ই-মেল : **contact@mdplcorporate.com** সংশ্লিষ্ট সুবিধার সুফল পেতে সার্কুলারের বিস্তারিত উল্লেখ করতে এবং ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ স্থানান্তরের বিশেষ সুবিধার বিষয়ে উল্লেখ করতে।

স্কিপার লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০.০৮.২০২৬

COSMIC CRF LIMITED
Registered Office: "Cosmic Tower" 19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata - 700 029, West Bengal.
CIN: L27100WB2021PLC250447, **Email**: info@cosmiccrf.com
Tel: +91 33 7964 7499, **Website:** www.cosmiccrf.com

NOTICE is hereby given that:
The Extra-Ordinary General Meeting ("EOGM") of the Members of the Cosmic CRF Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Wednesday, September 2, 2026 at 3:00 P.M (IST)** through Video Conference ("VC") /Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with circular No. 3/2025 dated September 22, 2025 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue. Hence, Members can attend the EOGM through VC/OACM facility. The deemed venue for the EOGM shall be the Registered office of the Company located at "Cosmic Tower" 19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata-700029, West Bengal.
Electronic dispatch of the EOGM Notice have been completed on Sunday, August 9, 2026. The Notice of the EOGM is also available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com.
Notice is further given that the Company is providing electronic voting facility to the members to exercise their votes on all the resolutions set forth in the Notice of EOGM. The Company has engaged NSDL for providing e-voting facility. The notice of the EOGM is sent only by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company or Depository Participants (DP), as the case may be. However, Members including Members who have not registered their E-mail addresses with the Company/DP can download the EOGM Notice from the Company's website i.e. www.cosmiccrf.com and the same is also available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
Remote e-voting and e-voting during EOGM
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of Companies (Management & Administration rules), 2014 as amended from time to time, the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended and the MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the EOGM using electronic voting system ('Remote e-voting') provided by NSDL.
The remote e-voting period commences on Sunday, 30th August, 2026 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Tuesday, 01st September, 2026 at 5:00 P.M. (IST). During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the **cut-off date i.e. Wednesday, 26th August, 2026**, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
Those Members who shall be present in the EOGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the EOGM.
The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the EOGM may also attend/participate in the EOGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.
Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member after the Notice has been sent electronically and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.
In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to FAQs and the e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com , under help section or contact at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President, NSDL, T301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No- C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051, Email: at evoting@nsdl.com.
Shareholders holding shares in physical mode and whose email IDs are not registered are requested to register their email IDs with MAS Services Limited, Registrar and Transfer Agent (RTA) at info@masserv.com or investor@masserv.com mentioning their Name as registered with the RTA, Address, email ID, Mobile Number, self-attested copy of PAN, DPID/Client ID or Folio Number and number of shares held. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email address with the relevant Depository Participants.

For **Cosmic CRF Limited**
Sd/-
Aditya Vikram Birla
Managing Director
DIN-06613927
Place: Kolkata
Date: 09/08/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
1st Corrigendum of
e-NIT No.: 06/EE/ED-III/EM/KMDA of 2026-27 (Sl. No. 1 & 4)
Tender ID- 1. 2026_KMDA_1034417_1
2. 2026_KMDA_1034417_4
With reference to above NIT the following change has been made. Please read end date & time of Online Bid submission is 17/08/2026,13.00 hrs. in place of 03/08/2026, 13.00 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-371)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T14725(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
1st Corrigendum Notice of
e-NIT No.: 03/EE/O&M-IB/W&S/ KMDA/2026-27 (2nd Call)
With reference to above NIT the following change has been made. Please read last date & time of Online Bid submission is 19.08.2026, Time: 18.00 hrs. **in** place of 05.08.2026, Time: 18.00 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-373)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T14726(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE-VI/T-03 of 2026-27
e-Tender is invited by the Executive Engineer, DIV-VI/SWTP, W&S Sector, KMDA, Chowdhury Para Lane, Serampore, Hooghly, from eligible and resourceful contactors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Regulation of rising and delivery valve to loading, unloading and controlled the flow of water for 6(Six) Nos. ESR under Bhadreswar Municipality for a period of 6 months., Rs.4,48,473/-, Rs.8,970/-, 06 months, **End date & time of Online Bid submission:** 20.08.2026 upto 16:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-374)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T14727(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/HOUSING/EE/DIV-VI/Circle II (KIT)/NIT-04/2026-2027
e-Tender is invited by the Executive Engineer, DIV-VI, Circle II (KIT), Housing Sector, KMDA (Erstwhile KIT), 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Strengthening of public Health Measures in KMDA Housing Schemes under Division-I and Division-VI of KIT Wing under Housing Sector, KMDA for 4 (four) months in the year 2026., Rs.1,63,505/- (including GST), Rs.3,275/-, 04 months, **Last date & time of Online Bid submission:** 17.08.2026, Time: 14.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-356)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T14719(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No : 10/EE/O&M-VI/W&S/ KMDA/2026-27
e-Tender is invited by Executive Engineer, (O&M-VI), GRWW, W&S Sector, KMDA, P.O.-Bidhangarh, Kolkata-700066, from reliable, experienced and resourceful agencies, for the work, **Name of work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** MS jacketing of 600mm & 300 mm dia MS distribution main over Bagmari Khal along Biren Roy Road (West) Banerjeehat More within ward no 22 under Mahestala Municipality., Rs.3,13,480/-, Rs.6,500/-, 15 days from the issuance of work order, **End date & time of Bid Submission:** 21.08.2026 at 15:15 Hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-375)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T14728(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)/FAWS-II/T-04 of 2026-27
Online percentage premium two-part e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/FAWS-II, E/M Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, Kolkata-700006, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agencies, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money to be Deposited, Time of Completion,** Maintenance and repairing of Seven(07) numbers pumping stations (20/12.5HP submersible pump motor sets) at different sites of Rajarhat zone-I located at BMC area under FAWS-II Division(for 12 calendar months w.e.f date of work order)., Rs.2,64,670/-, Rs.5,294/- (Balanced amount to determine @ 2% of contract / accepted amount is to be deposited before issuing of work order), 12 calendar months w.e.f date of work order, **Last date & time of Online Tender submission:** 19.08.2026, 13:30hrs., for details contact the above office or visit both website.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-358)**
www.wbtenders.gov.in
ICA- T14721(1)/2026

ময়দান

ডিএসপি হচ্ছেন ত্রিপুরার অস্মিতা দে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় সোনা জিতে ভারতীয় ক্রীড়ার ইতিহাসে নিজের নাম লিখিয়েছিলেন অস্মিতা দে। সেই সাফল্যের পর এবার কর্মজীবনেও বড় স্বীকৃতি পেতে চলেছেন ত্রিপুরার এই বাঙালি কন্যা। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর অস্মিতাকে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ বা ডিএসপি পদে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ হলেই আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন দায়িত্বে যোগ দেবেন তিনি।

কমনওয়েলথ গেমসে জুডোর ফাইনালে কানাডার হেইডি কুয়াচের বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই করে সোনা জিতেছিলেন অস্মিতা। তাঁর সেই জয় ছিল ঐতিহাসিক। কারণ, তিনিই প্রথম ভারতীয় জুডোকা, যিনি কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ের নজির গড়েন। তাঁর পর ভারতীয় জুডোয় আরও একটি সোনা আসে হর্ষ সিংয়ের হাত ধরে। তবে প্রথম ভারতীয় হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জনের রেকর্ডটি চিরকালই থাকবে অস্মিতার নামের পাশে।

এবার সেই ঐতিহাসিক সাফল্যের স্বীকৃতি মিলছে কর্মক্ষেত্রেও। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের তরফে তাঁকে ডিএসপি পদে উন্নীত করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর হাতে একটি চিঠি এসেছে বলে জানিয়েছেন অস্মিতা। সেখানে তাঁকে পদোন্নতির বিষয়ে জানানো হয়েছে।এক সাক্ষাৎকারে নিজের পদোন্নতির খবর জানিয়ে অস্মিতা বলেন, তাঁকে ডিএসপি করার কথা জানানো হয়েছে এবং এ বিষয়ে একটি চিঠিও তিনি পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর হিসাবে কর্মরত। পদোন্নতির এই খবর স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কাছে অত্যন্ত আনন্দের।

ক্রীড়াজীবনে অস্মিতার সাফল্যের পিছনে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অবদানের কথাও বারবার উঠে এসেছে। কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নেওয়ার আগে আর্থিক সহযোগিতা-সহ বিভিন্ন ভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। শুধু অস্মিতা নন, তাঁর পরিবারকেও বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করা হয়েছে। সেই সাহায্যের কথা স্মরণ করে পুলিশ প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এই সোনাজয়ী জুডোকা।

তবে জীবনের এমন আনন্দের মুহূর্তেও আবেগঘন হয়ে পড়েছেন অস্মিতা। কারণ, তাঁর এই সাফল্য দেখার জন্য বাবা আজ আর তাঁর পাশে নেই। গত ডিসেম্বরেই বাবাকে হারিয়েছেন তিনি। অথচ কেরিয়ারের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বাবাই ছিলেন তাঁর অন্যতম বড় অনুপ্রেরণা ও সমর্থক। কমনওয়েলথে সোনা জেতার পরও বাবার কথা স্মরণ করেছিলেন অস্মিতা।

ডিএসপি পদে উন্নীত হওয়ার খবর পাওয়ার পরও বাবার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তাঁর কথায়। আবেগ সামলাতে না-পেরে অস্মিতা জানিয়েছেন, বাবা আজ বেঁচে থাকলে এই খবর শুনে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। তাই নিজের এই নতুন অর্জন বাবাকেই উৎসর্গ করতে চান তিনি। বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল এবং কঠিন সময়ে তিনিই সবসময় পাশে থেকেছেন বলে জানিয়েছেন অস্মিতা।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এক আধিকারিকও জানিয়েছেন, অস্মিতাকে ডিএসপি পদমর্যাদায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র তৈরির কাজ চলছে। পুরো প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই তিনি নতুন পদে দায়িত্ব নেবেন। বিষয়টি নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছেও চিঠি পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ও স্বাক্ষরের পরেই পদোন্নতি আনুষ্ঠানিক রূপ পাবে।

কমনওয়েলথে ঐতিহাসিক সোনা থেকে পুলিশের উচ্চপদে উন্নীত হওয়া অস্মিতা দের কেরিয়ারের পথ যেন একের পর এক সাফল্যে ভরে উঠছে। মাঠে দেশের হয়ে গৌরব এনে দেওয়ার পর এবার প্রশাসনিক দায়িত্বেও নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন এই বাঙালি কন্যা।

মিহির ঘোষ টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির পরিচালনায় আয়োজিত স্ট্যাগ গ্লোবাল গোপীনাথ ঘোষ মেমোরিয়াল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাটপাড়া পৌরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান হিমাংশু সরকার। বিজেপির জনপ্রিয় নেতা 'বাপি' নামে পরিচিত হিমাংশু সরকার বলেন, যে কোনও খেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল ভিত্তি হল প্রাথমিক স্তর থেকেই খেলোয়াড়দের সুযোগ ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। টুর্নামেন্টের আয়োজনকে সেই ধারাবাহিক উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উল্লেখ করে আয়োজকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তিনি।

ঢাকুরিয়া ক্রিকেট ক্লাবের ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল ক্লাব প্রাঙ্গণে। সভায় ক্লাবের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সভার শুরুতেই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অসুস্থ বোধ করেন ক্লাবের সহ-সভাপতি গৌর দাস। তাঁকে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সভা শেষে ইলিশের নানা পদ-সহ জমজমাট মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন ছিল। ক্লাবের অন্যতম শীর্ষ কর্তা শান্তনু কুমার মিত্র জানান, গৌর দাসের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন ক্লাবের সকল সদস্য।

নেপালে বর্ষার দাপট, ভারী বৃষ্টি-তুষারপাতের সম্ভাবনা

কাঠমান্ডু, ৯ অগস্ট: নেপালে ফের সক্রিয় হয়েছে মৌসুমি বায়ু। দেশের একাধিক এলাকায় ভারী বৃষ্টি এবং পাহাড়ি অঞ্চলে তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সংবেদনশীল এলাকার বাসিন্দাদের সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে দেশের অধিকাংশ এলাকায় আকাশ মেঘলা। কোশি, লুম্বিনী ও কর্ণালি প্রদেশের কিছু জায়গায় এবং বাগমতী ও গান্ডাকি প্রদেশের একাধিক এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে দেশের আকাশ সাধারণত মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। দেশের কিছু পার্বত্য এলাকায় ভারী বৃষ্টি এবং তুষারপাত হতে পারে। পাশাপাশি লুম্বিনী, সুদূর পশ্চিম, মধেশ, কোশি, বাগমতী এবং গান্ডাকি প্রদেশের কয়েকটি তরাই এলাকাতেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কোশি, বাগমতী ও গান্ডাকি প্রদেশের পার্বত্য ও পাহাড়ি এলাকায় এবং কর্ণালি প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। লুম্বিনী প্রদেশের পাহাড়ি ও তরাই এলাকার এক-দুই জায়গাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।রবিবার রাতেও দেশের অধিকাংশ এলাকায় আকাশ মেঘলা থাকবে বলে পূর্বাভাস। কিছু পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে। কোশি, গান্ডাকি, লুম্বিনী এবং সুদূরপশ্চিম প্রদেশের একাধিক পাহাড়ি ও তরাই এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়া মধেশ প্রদেশের কিছু পাহাড়ি ও তরাই এলাকা, কর্ণালি প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চল এবং বাগমতী প্রদেশের পাহাড়ি ও তরাই এলাকাতেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, কোশি, গান্ডাকি ও সুদূর পশ্চিম প্রদেশের পাহাড়ি ও তরাই এলাকার এক-দু' জায়গার পাশাপাশি বাগমতী প্রদেশের পাহাড়ি এলাকাতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

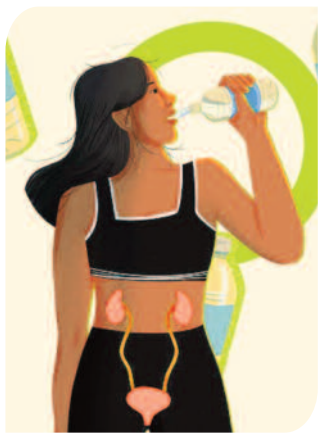

আরোগ্য

সোমবার • ১০ অগস্ট ২০২৬ • পেজ ৮

ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস

ডাঃ আবু তাহের

বহুমূত্র বা 'ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস' হলো রোগের এমন একটি অবস্থা যেখানে শরীর থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে জল বেরিয়ে যায়। অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায় সাধারণত মূত্রের মাধ্যমে।বারেবারে মূত্র ত্যাগের ইচ্ছে জন্মায় এবং একাধিকবার মূত্র ত্যাগের ফলে শরীরে একদিকে যেমন জলের ঘাটতি দেখা যায় তেমনি জলের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধরনের বিপাক প্রক্রিয়াও ব্যাহত হয়।এই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এদের অতিরিক্ত জলপানের ইচ্ছা থাকে সবসময়। আমাদের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামক অংশে খাদ্যগ্রহণের ইচ্ছা কেন্দ্র থাকে।এই বহুমূত্র রোগীদের আবার খাদ্য গ্রহণের প্রবল ইচ্ছে থাকে। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ যায় বেড়ে। সেখান থেকে আবার ডায়াবেটিসের যে সমস্ত লক্ষণ সেগুলো প্রকটভাবে দেখা যায় এদের ক্ষেত্রে।

ডায়াবেটিসের সঙ্গে কিছু কিছু জায়গায় সাদৃশ্য থাকলেও বহুমূত্র রোগের কারণ হিসেবে দুটো প্রধান দিকের কথাই উল্লেখ করা যায়।এক, কিডনি জনিত সমস্যা থেকে উদ্ভূত বহুমূত্র রোগ। এবং মস্তিষ্কের বা আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতায় গোলযোগের কারণে উদ্ভূত বহুমূত্র রোগ।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতায় বাঁধা পড়ে যখন আমাদের মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ভ্যাসোপ্রেসিন নামের একটি হরমোনের ক্ষরণে গণ্ডগোল হয়।ভ্যাসোপ্রেসিনের কম ক্ষরণের কারণে বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়।এই ক্ষুভ্যাসোপ্রেসিনক্ষু আমাদের শরীরে ফ্লুইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। আবার আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের পিটুইটারি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ভ্যাসোপ্রেসিন ক্ষরিত হচ্ছে কিন্তু কিডনি তে এসে ঠিকমত কাজ করতে পারছে না। কিডনির জন্মগত কোনো রোগ বা কিডনির অন্যান্য অসুখের কারণে এমনটি হতে পারে।একে বলে ক্ষ্মনেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসক্ষ্ম অর্থাৎ কিডনি থেকে উদ্ভূত বহুমূত্র রোগ।

বহুমূত্র এমন একটি রোগের অবস্থা যেখানে শরীর তার জলের ঘাটতি পূরণ করতে পারে না। অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায় মূত্রের মাধ্যমে।আর আমরা সকলেই মূত্রের মাধ্যমে কেবলমাত্র যে জল বেরিয়ে যায় বলা হচ্ছে তাতে কিন্তু শুধু জল থাকে না। থাকে নানারকম খনিজ লবণ ও।ফলে অতিরিক্ত খনিজ লবণ যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তখন শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ, খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ গুলো দেখা যায়।

বহুমূত্র রোগ যেহেতু খুব সাধারণ নয় তাই এই রোগ নির্ণয় করাও অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।তাই অন্যান্য রোগের যে সমস্ত সাধারণ লক্ষণ গুলো রয়েছে তার থেকে একে আলাদা করে ফেলা উচিত।মনে রাখা উচিত এই রোগের প্রাথমিক এবং অন্যতম প্রধান লক্ষণ হলো অতিরিক্ত পরিমাণে লঘু মূত্র ত্যাগ করা।তার সাথে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে জল তেষ্টা পাওয়া। এক্ষেত্রে একটি মজার জিনিস লক্ষ্য করা যায়। রোগীর যেহেতু অতিরিক্ত পরিমাণে মূত্র ত্যাগের আশঙ্কা থাকে তাই জল তেষ্টা পেলেও রোগী জল পান করতে চায় না।

রাতের বেলা নিঃসাড়ে মূত্র ত্যাগ, বিছানা ভিজিয়ে ফেলা, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মূত্র নির্গত হ ওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলো দেখেও চেনা যায় এই রোগ।

আরেকটি গৌণ লক্ষণ হিসেবে শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দেয়।ফলে ডিহাইড্রেশনের ফলে রোগীর প্রচণ্ড শারীরিক অবনতি দেখা যায়।বিশেষভাবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ক্ষতিকারক প্রভাব মারাত্মক। কেননা বাচ্চারা তাদের শরীরে জল তেষ্টার কথা জানাতে অপারগ।ফলে অনেক সময় সময় ডায়রিয়া বমি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে শারীরিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হতে দেখা যায়।

অতিরিক্ত জলের ঘাটতির ফলে রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে তা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সোডিয়াম আমাদের শরীরের একটি অন্যতম প্রধান খনিজ লবণ। এক্ষেত্রে সোডিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হলো দেহ থেকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়া।

সোডিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি অর্থাৎ হাইপার-নেট্রেমিয়ার ফলে স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিরুপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মস্তিষ্কের কাজের ব্যাঘাত ঘটে, রোগী ভুল বকে এবং কোমাতেও চলে যেতে দেখা যায় কখনো কখনো রোগীকে।

চিকিৎসা ছাড়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কারণে উদ্ভূত বহুমূত্র রোগ কিডনির উপরেও প্রভাব ফেলে।হয়ে যেতে পারে কিডনি বিকল। কিডনি বিকল হয়ে পড়লে তখন সমস্ত অঙ্গকেও আস্তে আস্তে আক্রমণ করতে শুরু করে।ফলে মাল্টি অরগ্যান-ফেলিওর হয়ে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

এবার আসা যাক চিকিৎসার সাধারণ বিষয় গুলো নিয়ে আলোচনাই।যে সমস্ত রোগী নিজের শরীরে জলের ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম তাদের ক্ষেত্রে বহুমূত্র রোগ বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু যারা এই কাজে অক্ষম তাদের অতিরিক্ত নজরদারিতে রাখা উচিত। শরীরে জল এবং অন্যান্য খনিজ লবণের মাত্রা ঠিকঠাক থাকলে বহুমূত্র রোগ কিডনির উপরেও কোনো আঘাত হানতে পারে না।

এক্ষেত্রে যদি দেখা যায় বহুমূত্র অবস্থা যে রোগের কারণে হচ্ছে সেই রোগকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে রোগীর এই সমস্যা থেকে সুরাহা মেলে।যেমন ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগের কারণে যে বহুমূত্র রোগ দেখা দেয় তা ডায়াবেটিস এর চিকিৎসার মাধ্যমে বন্ধ করা সম্ভব।কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলেও হতে পারে বহুমূত্র জনিত সমস্যা। ওষুধ শনাক্ত করে অন্য সারির ওষুধ প্রয়োগ জরুরি এইসমস্ত ক্ষেত্রে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের এবং গর্ভাবস্থায় বহুমূত্র রোগের ক্ষেত্রে ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোনের পরিপূরক একটি হরমোন ওষুধের মাধ্যমে যোগান দেওয়া হয়।এর নাম ডেসমোপ্রেসিন।এই ওষুধ টি নাকের স্প্রে হিসেবে, মুখে খাওয়া ট্যাবলেট হিসেবে অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে নেওয়া যেতে পারে।

রোগীর যত্ন নেওয়া প্রয়োজন কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে জলের ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে যেন শরীরে জলের মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি না পেয়ে যায়। এক্ষেত্রে ওভার-হাইড্রেসনের ফলে দেহে সোডিয়ামের ঘাটতি এবং জলের আধিক্য জনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।তাই এ বিষয়টি নজরে রাখা দরকার।

ডেসমোপ্রেসিন নামের এই হরমোন পরিপূরক টি শরীরে বিশেষ কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই কাজ করে।তবে বিকল হয়ে যাওয়া কিডনির ক্ষেত্রে এর কোনো কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায় না।

বহুমূত্র রোগীদের ক্ষেত্রে খাদ্যগ্রহণের একটা বিশেষ তালিকা রাখতে হয়। কখনো প্রয়োজন হলে একজন খাদ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। সাধারণত তেল, ঝাল,মশলা জাতীয় খাবার গ্রহণে বাধা রয়েছে। খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করা উচিত নয়। এমনকি লবণের পরিমাণ দিনে পাঁচ গ্রামের কমে নিয়ে আসতে পারলে উপকার হয়। ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড,প্রসেসড ফুড ইত্যাদি যে সমস্ত খাদ্য আজকাল বাজারে পাওয়া যায় কিডনির উপর সেগুলোর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। অতিরিক্ত তেল ঝাল মশলা বিহীন সহজপাচ্য খাবারের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

বহুমূত্র রোগের নিয়ন্ত্রণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের হাতের বাইরে। যেহেতু বহুমূত্র রোগের একটা বড় অংশ জেনেটিক কারণে হয়ে থাকে তাই নিরাময় হয়তো আমাদের হাতে রয়েছে কিন্তু প্রিভেনশন হাতে নেই।তবে কিডনি ও মস্তিষ্কের যে সমস্ত কারণে বহুমূত্র রোগ দেখা দেয় তাদের নিয়ন্ত্রণ আগে থেকে কিছুটা করা যেতে পারে সচেতন থাকলে।

মনে রাখতে হবে মধুমেহ বা ডায়াবেটিস মেলাইটাস কিন্তু ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস অর্থাৎ বহুমূত্রের চেয়ে অনেক বেশি ঘটতে দেখা যায়। বহুমূত্রের সঙ্গে মধুমেহ 'র একটা সম্পর্ক রয়েছে আর তা হল মধুমেহ রোগের ক্ষতিকর প্রভাব গুলোর একটি হল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস অর্থাৎ বহুমূত্র। তাহলে বহুমূত্রের একটি কারণ যে মধুমেহ তা পরিষ্কার। আবার বহুমূত্রের অন্য নানান কারণ রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে মধুমেহ'র সম্পর্ক থাকতে পারে আবার নাও পারে।সে বিষয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

মধুমেহ রোগের ক্ষেত্রে রক্তের অতিরিক্ত শর্করা মূত্র উৎপাদনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা শরীর চায় মূত্রের মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত শর্করা বের করে দিতে।ফলে মধুমেহ যদি কারণ হয় তবে তার একটি ফলের নাম বহুমূত্র।

বহু আগে যখন রোগ নির্ণয়ের নানারকম যন্ত্রপাতি এবং পরীক্ষা পদ্ধতি ওঠেনি তখন মূত্রের ঘনত্ব দেখে আন্দাজ করা হত মধুমেহ নাকি বহুমূত্র। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভালো যে,ইনসিপিডাস শব্দটির অর্থ লঘু অথবা স্বাদহীন।আবার মেলাইটাস এর অর্থ স্বাদ যুক্ত।এখন এই বিষয়টি পরিষ্কার যে মূত্রে শর্করা উপস্থিত থাকলে তা স্বাভাবিক ভাবেই ঘন এবং স্বাদযুক্ত হবে যা ডায়াবেটিস মেলাইটাস বা মধুমেহ। এবং মূত্রে যদি অতিরিক্ত জল থাকে তাহলে তা লঘু এবং স্বাদহীন হবে যা বহুমূত্র রোগের লক্ষণ।তবে বহুমূত্র রোগ বিশুদ্ধ ভাবে মধুমেহ থেকে উৎপন্ন কিনা তা জানতে আগে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হত। কিন্তু বর্তমানে রোগ নির্ণয়ের আরও নানা আধুনিক পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে যা সহজেই এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।

আর রোগের কারণ অনুযায়ী পাল্টে যায় চিকিৎসার ধরন।

অতিরিক্ত বর্ষায় চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব এবং সাবধানতা

ডাঃ শামসুল হক

এই বছরের লাগাম ছাড়া বর্ষার দাপটে বদলে গেছে প্রকৃতির রূপটাই। নাজেহাল অবস্থাও সকলের। বলাই বাহুল্য ঠিক এই সময় প্রকৃতির এই যে রুদ্র রূপ , সেটাও রীতিমতো বিস্মিত ই করেছে আমাদের । আর তার ই ফলস্বরূপ ধরিত্রীর অতি চেনাজানা সেই রূপের পরিবর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার এই পরিবর্তিত ছন্দ এবং অতি অবশ্যই রুক্ষ্মতার পূর্বাভাস ও।

অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং সেইসঙ্গে গুমোট গরমের ফলাফল হিসেবে নানান রকমের রোগর ও শিকার হচ্ছি আমরা। তার মধ্যে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক হল হিট র‍্যাস অর্থাৎ চামড়ার সংক্রমণ । বড়দের কাছে সেই রোগ অতি যন্ত্রণাদায়ক তো নিশ্চয়ই। কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তা যে কতখানি ভয়াবহ সেটা অনুভব করতে পারেন একমাত্র ভুক্তভোগী মায়েরাই । এইসময়ের গুমোট গরমের ফলে হয় অতিরিক্ত ঘর্ম নিঃসরণ এবং তার ই ফলস্বরূপ শিশুদের নরম চামড়ার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে তা লেপটে থাকতেও পারে এবং দেখা দিতেও পারে ব্যাকটেরিয়াল বা ফ্যাংগাল ইনফেকশনের মতো মারাত্মক সংক্রমণও ।

অতিরিক্ত গরমের কারণে আমাদের দেহ থেকে যে ঘাম নিঃসৃত হয় তার প্রভাবেই দেখা দেয় ঘামাচি অথবা হিট রাশ। অনেক সময় সেগুলো আবার এমনই মারাত্মক হয়ে ওঠে যে সহ্যেরও সীমা অতিক্রম করে। তখন চামড়ার উপর লালচে রঙের বিন্দুর মতো অনেক দাগ দেখা দিতে পারে। আর সেটা শিশুদের মধ্যেই ঘটে একটু বেশি পরিমাণে। সেইসময় তাদের শরীরের সমস্ত ঘর্মগ্‌ন্থিগুলো ব্লক হয়ে যায় এবং চুলকাতে থাকে সর্বাঙ্গই । অনেক সময় তা আবার এমনই মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, চুলকানির সেইসব জায়গায় পুঁজও হয়ে যেতে পারে। আর ঠিক তখনই রোমকূপের মধ্য দিয়ে জীবাণু ত্বকের নিচে পৌঁছে যায় এবং ঘটে যায় সেই ধরনের সংক্রমণ।

যদি তাই হয় তাহলে আপনার প্রিয় সন্তানের মঙ্গলের কথা ভেবে অতি অবশ্যই ভালো কোন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের মতামত নিতেই হবে। তখন আপনাকেও সজাগ থাকতে হবে বাচ্চাটি যেন অতি অবশ্যই প্রয়োজন মতো জলপান থেকে কোনভাবেই বিরত না থাকে । অনেকেই আবার সেইসময় বাচ্চাদের স্নান পর্যন্ত করান না। আর এখানেই তাঁরা সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেই ধরনের ঘটনা ঘটলে তাদের স্নান করাতে হবে নিয়মিতভাবেই ।

প্রকৃতির এই ধরণের খামখেয়ালী আচরণ লক্ষ্য করা গেলেই বাচ্চা থেকে বুড়ো , সকলের দেহের ত্বক যাতে সবসময়ই শুষ্ক থাকে সেই দিকেও নজর রাখতে হবে।দেহ একটু ঘেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা শুকনো এবং নরম কাপড়ের সাহায্যে ভালভাবে মুছিয়ে দিতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন সেই কাপড় যেন অতি অবশ্যই সুতোর হয়। আর সেইসময় তাদের শরীরে যেন থাকে হালকা সুতির কাপড় জামাও । আর ধুলিকণা মুক্ত পরিবেশের মধ্যে তারা যাতে অতি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করতে পারে নজর রাখতে হবে সেইদিকেও।

অনেক সময় দেখা যায় সেই অবস্থায় অনেক মায়েরাই তাদের বাচ্চাদের গায়ে এবং মুখে পাউডারের প্রলেপ লাগিয়ে দেন।গ্রামাঞ্চলে আবার এই ধরণের ঘটনা লক্ষ্য করা যায় একটু বেশিই। তাই তাঁদের উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে তেমন কাজ না করাই উচিত। কারণ তার ফলে দেহের ঘর্ম গ্রন্থির মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং তারই ফলে বেড়ে যেতে পারে ঘামাচি সহ ত্বক লালচে হয়ে যাওয়ার ঘটনাও । আবার সাধারণভাবে ব্যবহৃত পাউডারের মধ্যে মিশ্রিত থাকা বোরিক অ্যাসিড অথবা সিলিকন শরীরের মধ্যে নানান বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি করতে পারে। অতএব সেই অবস্থায় পাউডারের উপর ভরসা রাখা উচিত হবে না। বরং তেমন ঘটনা ঘটলে সাময়িকভাবে স্বস্তি পাওয়ার জন্য চামড়ার উপর হালকা করে বরফ ঘষা যেতে পারে। তবে সবকিছুই করতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই । কিন্তু তার আগে সতর্ক থাকতে হবে নিজেদেরই ।

হার্ট সুস্থ রাখতে

প্রদীপ মারিক

মানুষের মন হচ্ছে ফুল। আর শরীর হচ্ছে সুগন্ধ। আর এই দুই এর মিল-অমিলের ওপরেই নির্ভর করে হার্ট অর্থাৎ হৃদপিন্ড। শরীর চাইছে ডায়মন্ডহারবার অফিস থেকে ফিরে আসার সময় তেলেভাজার দোকান থেকে বড় বড় পিঁয়াজি, টমেটোর চপ খাবে। মন আর কতক্ষন শরীরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে খেয়েই ফেলল তেলেভাজা। একদিন হলে তো তবু হয়, এটা নিত্য চলতে লাগল। অবিচার ভালো কিন্তু যদি মাত্রারিক্ত অবিচার শুরু হয় তাহলে তো ব্যাপারটা খারাপের জায়গায় থেকে যায়। হৃদয় সুস্থ রাখাই বিশ্ব হার্ট দিবসের মূল প্রতিপাদ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাবারের মধ্যে দিয়ে শরীরে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা আমরা অর্জন করি, তাকে অবহেলা করা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রতি বছর, ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব হার্ট দিবস পালিত হয়। স্ট্রোক এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই দিনটি পালন করা হয়। হৃদয় সুস্থ রাখাই বিশ্ব হার্ট দিবসের মূল লক্ষ্য। নিজেকে আরও সক্রিয় রাখা, আরও বেশি করে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অঙ্গীকার করুন এই দিনে। নিজের কাছেই কথা দিন যে সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দেবেন। শরীর নামক এই যন্ত্রটিকে যদি সচল রাখতে হয় তাহলে কিন্তু হৃদয়ের দিকে বিশেষ নজর দিতেই হবে। হৃদয়ের যত্নে কার্পণ্য করতে চান না অতি বড় কৃপণও। তবু হৃদযন্ত্র কতটা বিপজ্জনক অবস্থায় আছে তা তিন মাস অন্তর খতিয়ে দেখার প্রচলন এখনও সব ঘরে আসেনি। চল নেই প্রয়োজনীয় চেক আপ কয়েক মাস অন্তর করিয়ে রাখার। এ সব সচেতনতা যেমন নেই, তেমনই হৃদরোগ ঠেকাতে গ্রহণ করা যত্নেও থেকে যায় অনেক ঘাটতি। স্রেফ শরীরচর্চা ও দীর্ঘ ক্ষণ হাঁটাহাঁটিই জব্দ করবে যাবতীয় হার্টের অসুখ। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এইটুকুতেই খুশি নন। বরং তাঁদের মতে, শরীরচর্চার পাশাপাশি খাবার পাতেও রাখতে হবে নজর। অসুখের সঙ্গে লড়ার জন্য তবেই সম্পূর্ণ বর্ম তৈরি করা সম্ভব হবে। খুব বেশি তেল-মশলা যেমন এই অসুখে বারণ, তেমনই হার্টের কার্যকারিতা বাড়াতে ও হৃদস্পন্দন ঠিক রাখতে কিছু কিছু খাবার অবশ্যই নিত্য ডায়েটে রাখা উচিত। তবে এই সব খাবারের পাশে শরীরচর্চা, হাঁটাহাঁটির ও প্রয়োজন আছে। খাবার ও শরীরচর্চা একে অন্যের পরিপূরক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্যান্য রোগের তুলনায় হৃদরোগে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। প্রতি দুই মিনিটে দেশে একজন মানুষ হৃদরোগে মারা যান। আর প্রতি ঘণ্টায় মারা যান প্রায় ৩২ জন। প্রতি দিনে এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭৬৯ জনে। যার সংখ্যা মাসে ২৩ হাজার ৮৩। হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবছর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান ২ লাখ ৭৭ হাজার মানুষ। এর ২৪ শতাংশের জন্য দায়ী তামাক। তামাক ব্যবহারজনিত অসুখে দেশে বছরে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পৃথিবীব্যাপী সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটে হৃদরোগে এবং এর অন্যতম প্রধান কারণ তামাক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি বছর বিশ্বে ১৯ লাখ মানুষ তামাক ব্যবহারজনিত হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন। নিজের কাছেই কথা দিন যে সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দেবেন। স্বাভাবিক সুস্থ মনেই হৃদয় সুস্থ রাখাই বিশ্ব হার্ট দিবসের মূল প্রতিপাদ্য। পাশাপাশি নীতিনির্ধারকদের জন্যও এই দিনটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যাতে নানান হৃদরোগ নিয়ে ও তার চিকিৎসা নিয়ে আরও বেশি সচেতন হন সাধারণ মানুষ। ১৯৪৬ সালে স্থাপিত ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব কার্ডিওলজি ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে প্রথম 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব কার্ডিওলজি' অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল। পরবর্তী কংগ্রেসগুলি ২০০৬ সাল থেকে ৪ বছর অন্তর পালন করে আসা হচ্ছিল; তারপর থেকে এটি দুবছর অন্তর অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববাসীকে হৃদরোগ ও স্ট্রোক ইত্যাদি জীবননাশী রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০০০ সাল থেকে 'বিশ্ব হৃদয় দিবস' পালন করে আসা হচ্ছে। ব্যায়ামগুলি করার সময় শরীরের সমস্ত পেশীকে ব্যবহার করা হয়, তাকে সাধারণ অর্থে আইসোমেট্রিক ব্যায়াম বলে। একে আবার অ্যারোবিক এক্সারসাইজও বলে। যেমন - হাঁটাচলা, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা ও সাইকেল চালানো। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এই ধরনের ব্যায়ামগুলি হার্টকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে জড়িত ঝুঁকিগুলি, যেমন - রক্তচাপ, কোলেস্টেরল এবং ডায়াবেটিসের মতো সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেও সহায়তা করে। তাই রোজ সকাল ও সন্ধ্যায় এই ব্যায়ামগুলি করা খুব প্রয়োজন। হার্টকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে যোগাসনের বিকল্প দ্বিতীয় কিছু হয় না বললেই চলে। যোগাসন রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে হার্টকে সুস্থ রাখতে এবং কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমকে উন্নত করতে সহায়তা করে। তাই প্রতিদিন সকালে আমাদের প্রত্যেকেরই যোগাসন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমন - ভীরাভদ্রাসন (দ্য ওয়ারিয়র পোজ), সেতুবন্ধ সর্বাঙ্গাসন, ত্রিকোণাসন, শবাসন, সূর্য নমস্কার, ভুজঙ্গাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, ইত্যাদি হার্টের জন্য খুবই উপকারি যোগাসন। মুঠো মুঠো ওষুধ না খেয়ে যদি আমরা নিজেরা সচেতন হই আমাদের অভ্যাস নিয়ন্তরে থাকে। চল্লিষার্ধ বয়সেই নিজেদের পরিবর্তন করি, তাহলেই বিশ্ব হার্ট দিবস পালনের মুখ্য উদেশ্য সফল হবে।